মূল্য ঃ ৫ টাকা

সত্যের পথ

যারা ভগবানকে চায় শুধু তাদের জন্য

২৩শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা

নভেম্বর, ২০২৫
কার্তিক, ১৪৩২

সূচীপত্র

২৩শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা

কার্তিক ১৪৩২/নভেম্বর ২০২৫

সাধন প্রজ্ঞায় ভক্ত- ভগবান মিলন		৩
পূর্ণ সত্যের অভিমুখে	অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪
ভাগবতী আকৃতি	সায়ক ঘোষাল	১৫
ভক্তের মন	প্রণবেশ রায়	১৫
যাত্রাপথ	সনৎ সেন (পণ্ডিচেরি)	১৬
শুধু সমর্পণই অন্ধ তমসা মুক্ত করে	মানবেন্দ্র ঠাকুর	১৭
শ্রীঅনির্বাণের শ্রীঅরবিন্দ ভাবনা ও আকাশদীপ্তি	আশুরঞ্জন দেবনাথ	১৯
In Search of Cosmic Truth	—Prof. (Dr.) R. P. Banerjee	২২

সম্পাদক : **রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়**

প্রকাশক ও মুদ্রক : **বিবুধেন্দ্র চ্যাটার্জী**
২১, পটুয়াটোলা লেন
কোলকাতা—৭০০ ০০৯

মুদ্রণের স্থান : ক্লাসিক প্রেস
২১, পটুয়াটোলা লেন
কোলকাতা—৭০০ ০০৯

দাম : **৫ টাকা**

সবরকম যোগাযোগের ঠিকানা ঃ
ডঃ আর. পি. ব্যানার্জী
ডি. এল-১১/৫, সল্ট লেক সিটি
(চতুর্থ তল)
কোলকাতা—৭০০ ০৯১
দূরভাষ ঃ ২৩৫৯ ৪১৮৩
(সল্ট লেক করুণাময়ীর নিকট
সি. কে. মার্কেটের বিপরীতে)

সাক্ষাতের সময় ঃ
রবিবার বিকেল পাঁচটার পর

সম্পাদকীয়

সাধন প্রজ্ঞায় ভক্ত- ভগবান মিলন

পূর্বেষাম অপি গুরুঃ কালেন অনচ্ছেদাৎ। (পত, ১/২৬)

যে অবস্থায় মন ভগবানকে বেছে নিয়েছে এটি মনের নিজের কাছে অজানা বা জানা—যাইই হোক না কেন ভালবেসে বরণ করে ভগবানের জন্য ভক্তির সঞ্চার করতে পারে মন এমন ক্ষণে। এই ক্ষণের দীপ্ত প্রবাহ এমন যেন স্বতঃই ভগবানকে আরও গভীরে বরণ করবার জন্য মন হয়ে যায় প্রস্তুত। মন প্রসন্ন হয় ভগবৎ নাম গুণগান অথবা তাঁর স্বরূপ জাত কোন স্পর্শ দর্শন অথবা উপলব্ধি। স্বতঃই প্রণিপাত করে এই মন ভগবৎ চরণে।

তস্য বাচকঃ প্রণবঃ। (পত, ১/২৭)

এই জ্ঞান সঞ্চার হয়ে যায় মনের মাঝে যে প্রণব মন্ত্র—ওঁং তাঁর বাচক। ওঁং উচ্চারণে ভগবানকেই স্মরণ-বরণ করা হল। এই উচ্চারণের মাধ্যমে শুধু তাঁকে স্মরণ মাত্র করা হল তাই নয়, এর দ্বারা তাঁকে বরণও করা হল ভালবাসার নিবেদনে। যে ভালবাসার নিবেদনে হয় জাত মনের মধ্যে প্রথমাবস্থায় তার ঘটে যায় বহুর মধ্যে আরও একটি সংযোজন। যেমন করে ভাবনার সূচনা, তেমনিই হয় পরিণতি।

তৎ জপঃ তৎ অর্থ ভাবনম্। (পত, ১/২৮)

ভালবাসা বজায় রাখতে পারবেন যিনি তার মধ্যে জেগে উঠবে আকর্ষণ। ভগবৎ পথের আকর্ষণ অথবা ভগবানের জন্য আকর্ষণ গড়ে উঠলে তাঁর নাম গুণ কীর্তন অথবা নামবীজের জপের মধ্য দিয়ে ক্রমাগতভাবে তাঁরই ভাবরূপ এসে যায় ভক্তজীবনে, নাম শ্রবণ ক্রমাগত মন্ত্রের রূপ নেয়। মন্ত্র জপের মধ্য দিয়ে সাধক এখন ভক্তির ভাব লাভ করবেন। ক্রমগত এই ভক্তির চর্যার মধ্য দিয়ে সাধক ক্রমে এক ভক্তজীবন লাভ করবেন। ভক্তহৃদয় হল ভগবনের প্রিয় আশ্রয় স্থল। ভক্তজীবন যতই এগিয়ে আসবে ভগবৎ ভাব ততই তারমধ্যে গাঢ়, ঘন হয়ে উঠবে।

ততঃ প্রত্যক্ চেতনাধিগমঃ অন্তারায়াভাবঃ চ। (পত,১/২৯)

সাধকের এখন এই ভক্তির অবস্থা ক্রমে ক্রমে আরও নিবিড় ভক্তির অভিমুখে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষণ। যখনই এই ভগবৎ ভাব সাধক জীবনে এসে যায়, সাধকের চেতনার ক্রম পরিবর্তন ঘটতে থাকে। মানব চেতনার আবিলতার আশ্রয়ে থাকা সাধক এখন ঈশ্বর চেতনার মধ্যে ক্রমে প্রবেশ করবেন। মানব চেতনার মিশ্র বৈশিষ্ট্য। কখনও সে চায় ভগবানকে আবার কখনও নিছক নিজেকে। মানব চেতনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল নিজের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা, মনের ও হৃদয়ের মানবিক দাবী মিটিয়ে তারপর যা কিছু। প্রাণের মনের হৃদয়ের যে দাবী তার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল নিজের স্বার্থযুক্ত ভাবনাদি, অথবা নিজের বিশ্বাস-ভাবনা-চিন্তার পটভূমিতেই সাধনপর্ব চলতে থাকে, সাধারণত।

তৎ প্রতিষেধার্থং একতত্ব অভ্যাসঃ। (পত, ১/৩২)

এমন প্রয়াস চলতে থাকলেই এমন সময় এসে যায় যখন সাধকের প্রত্যয়ের মধ্যে ভগবৎ ভাবনা গূঢ় হয়ে জীবনে গ্রথিত হয়ে এক সময় নিবিড় হয়ে ওঠে ভাগবতী ভাবনা। এর অর্থ এই নিবিড় ভাবমণ্ডলে ভক্ত এখন একান্ত সাধন করবেন। একান্ত সাধনের অর্থ হল নিবিড় ভালবাসায় ভগবানকে জীবনমাঝে এমন করে বরণ করা যে ভক্ত আর ভগবান সরাসরি সম্পর্কে বৃত হবেন—এর মাঝে আর কিছু বিরাজ করে না।

মৈত্রী ব-করুণা-মুদিতা-উপেক্ষাণাং সুখদুঃখ পুণ্য-অপুণ্য।
বিষয়াণাং ভাবনাৎ চ চিত্ত প্রসাদনম্।। (পত, ১/৩৩)

ভগবানকে বরণ করে ভক্ত মন-প্রাণ-হৃদয় এখন একান্ত ভগবৎ আশ্রয়ী হয়ে ওঠে। তার মন এখন হয়ে যায় যেন বিশ্বমন, বিরাট মনের সে হয় অধিকারী। এখন জগৎময় বিস্তৃত হয়ে যায় ভক্ত মনের আপনত্বের বোধ। বিশ্বমাঝে সর্বত্র মৈত্রী ভাবনা আর মৈত্রীর দৃষ্টি ভক্তের উদার জীবনে আবার আহ্বান করে নিয়ে আসে সদসদ সকলকে। যে বিচ্যুত বা ভিন্ন পথগামী তার জন্য উন্মোচন করবেন করুণার ধারা।

বীতরাগ বিষয়ং বা চিত্তম্। (পত, ১/৩৭)

করুণার পর্ব হল ঐ প্রাপকের সাধ্য-অসাধ্য সীমার বাইরে গিয়ে তার জন্য এক অনন্য মনোভাব রচনা হয়ে যায়। আবার বিপরীত মার্গের যা কিছু বিষয় তার উপেক্ষা আর একই স্পর্শে ভগবানের প্রতি অনন্য ভাবপ্রদীপ হয়ে বিরাজ করবে। এমন অবস্থায় অন্যসব বিষয় সরে গিয়ে ভগবানই হয়ে ওঠে জীবন প্রধান এক।

ঋতম্ভরা তত্র প্রজ্ঞাঃ। (পত, ১/৪৮)

এটি প্রজ্ঞার লক্ষ্মণ। ভগবানকে ভালবেসে তাঁর ভাবময় হয়ে, তাঁরএখন প্রভূত বিকাশের পর্ব। ঋতম্ভরা হয়ে ভক্ত এখন ভগবৎ ভাবে বিভোর হয়ে জগতের কর্মে হবেন যুক্ত। ঋতম্ভরা হয়ে জাগরণে বাস্তব হয়ে ওঠে ভক্তের সাথে ভগবানের এখন উদার সংযোগ, কর্মে-জ্ঞাধ্যানে সর্বাবস্থায়।

—ঃঃ—

পূর্ণ সত্যের অভিমুখে

অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

সত্য স্বয়ং প্রকাশ। পূর্ণ সত্যই ফুটে রয়েছে সৃষ্টির সবখানে। ক্রমান্বয়ে জীবনে জগতে সবখানে প্রকাশে বা অপ্রকাশে সত্যের পরিচয়কে খুঁজে নিতে হয়। ভগবান স্বয়ংই সেই পূর্ণ সত্য। বিশ্বাসে অনুভবে এই সত্যকে চিনে নিতে হয় আর ক্রম পরিচয়ের পথেই তাকে বরণ করে নিতে হয় জীবনে। সত্য স্বয়ং প্রভা যদিও, তারই পরিচয় ফুটে ওঠে বিভিন্নতায়। বুঝে নেবার দৃষ্টি, দেখার দৃষ্টির উপরই নির্ভর করে কেমন করে ঐ পূর্ণ সত্য জীবনের কাছে উঠবে ফুটে। যে সত্য সর্বত্র ব্যাপ্ত, জগৎ মাঝে জীবনের বিস্তৃতির মধ্যেই রয়েছে হয়ে নিষিক্ত সেই আবার এক একটি ক্ষেত্রে একেক রূপের মধ্য দিয়ে ধরা দেয়। মূলতঃ অধরা তিনি অথচ তাকে ধরা যায় ভাবে-অনুভবে-উপলব্ধিতে। বাইরের দৃষ্টিতে যেটুকু ফটে উঠছে সেটি তার বাহ্য প্রকাশ। এই বাহ্য প্রকাশই অসামান্য। এরই পরিচয় প্রকাশ হয়েছে প্রকৃতির মধ্য দিয়ে। প্রকৃতি নিজের কাছে সাজিয়ে নিয়েছেন সব কিছু। প্রকৃতি মাতৃরূপা। ইনি পরিচয়কেই আড়াল করে ফুটিয়ে তুলেছেন জগৎ মাঝে বিপুল সব বৈচিত্র। এক একটি ক্ষেত্রে তিনি একেক রকম। আবার সময়ের ব্যাপ্তি ও সময়ের প্রভাব বিশেষে প্রকৃতি থেকে ওঠেন। তিনি ফুল হয়ে ফুটে রয়েছেন যেমন আবার ফল হয়ে উপহার দিয়েছেন জগৎময় বিস্তৃত বৈচিত্র। তিনি মনের মাধুর্যকে নিত্যই করে চলেছেন আকর্ষণ। তাই কিছু মনের মুগ্ধ বিস্ময়ে হয়ে ভরপুর তাঁরই যোজনা হয়ে চলেছে বিস্তৃত সর্বত্র।

ভগবৎ পথের সাধক ক্রম উপলব্ধির পথে এগিয়ে চলবেন স্বাতন্ত্রে। সবরকম অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে চলবে এই পথ অভিযান, জীবন পথের নিত্য ও স্বাভাবিক কর্মাদি সবই এই উপলব্ধির মধ্য দিয়েই পেয়ে যাওয়া যাবে। যে ভাবদীপ্তি নিয়ে একজন ব্যক্তি এগিয়ে চলবেন জীবন পথে সেটিই হয়ে উঠবে তার জন্য নিত্য প্রকাশি। সদা ঐ জীবনের কর্মবোধ ও কর্ম হয়ে চলবে একান্ত গতিময় নিত্য নিরঞ্জনের পথচলা। এই পথচলাই আংশিকভাবে ঠিক করে দেয় ঐ জীবনের জন্য একান্ত আগ্রহের কি বস্তু রয়েছে। স্বাভাবিকভাবে নিজেরই সঙ্গে নিজের যে পথচলা তার হদিশ সে কেমন করে পাবে সেটি বুঝে নিতে হবে তাকেই। প্রতিটি জীবনই তার নিত্য পথচলাকে বরণ করে নিয়ে চলবে এগিয়ে ঐ পথের নিশানা পাওয়ার জন্য। এখন এইখানে বা অন্য সময় অন্যখানে তার প্রথম ও স্বাভাবিক চাওয়াটি বস্তুত কিন্তু — এটিই ঐ জীবনের জন্য স্বতঃস্ফূর্ত রুচি। স্বাভাবিকভাবেই রয়েছে নানাভাবেই ফুটে ওঠা চাওয়া বা পছন্দের তালিকা। এমনই সব আকাঙ্খার বস্তু রয়েছে জগতের মাঝে যে তার হিসেব পাওয়া কঠিন।

রুটি-রুজি-ঘর এসবই প্রাথমিক চাওয়ার এক ভগ্নাংশ মাত্র। রুটি-রুজি-ঘর কখনও পরিপূর্ণভাবে মিটে যায় না চাওয়ার লিস্ট থেকে। মানুষের চাওয়া রং বদল করে প্রায়শই। আবার শুধু রং বদল হলে হবে না — চাওয়া ক্রমশঃ মোটা থেকে সূক্ষ্মে এসে যায়। জগতের পথচলায় রয়েছে সবকিছুরই জন্য আকর্ষণ। মানুষের স্টমাকের সামর্থ খুবই সীমিত। স্টমাকের সামর্থের পরিসীমাতেও বহু সময়ে অথবা সবক্ষেত্রেই রয়েছে সীমা ছাড়িয়ে রয়েছে অন্যান্য ক্ষুধা। খাদ্যাদির জন্য আকর্ষণ শুধুমাত্র খাদ্যগ্রহণ ও হজম প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত অঙ্গাদির বিষয় নয়। এর পিছনে সবচেয়ে বড় ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করে চলেছে প্রাণ আর মন। প্রাণ আর মনের ক্ষুধা অপরিসীম। প্রাণের রয়েছে সব আকাঙ্ক্ষার অনন্ত প্রসারী দিগন্ত। আবার প্রতিটি ক্ষেত্রেই রয়েছে মানুষের মনের চাওয়ার কূল কিনারা পাওয়া খুব কঠিন। মনের চাওয়ার ধরণও অনন্ত। কখনও সূক্ষ্মে, কখনও বা স্থূলে মনের চাওয়া ফুটে ওঠে জীবনের সন্ধিক্ষণ সৃষ্টি করবার মানসে, যখন এক থেকে স্থূলে মনের চাওয়া ফুটে ওঠে জীবনের সন্ধিক্ষণ সৃষ্টি করবার মানসে, যখন এক থেকে অন্য এগিয়ে চলতে পারবে মনেরপ্রকরণ। প্রতিটি ক্ষুধার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় এই প্রাণ ও মনের ব্যাপৃতি ও বিশেষত্ব। যার মধ্য দিয়ে মন গড়ে দিতে পারে বা ভাঙতে পারে সবকিছুই জগৎ মাঝে।

দিব্য ভাবসুধার	যঃ বৈ সুনৃতায়ৈ দোহম বেদ দুহা এব এনম্।
একান্ত উন্মোচনে ঃ	যজ্ঞ বৈ সুনৃত অশ্রাবয়ো ইতি যঃ এব এনৎ আহ্বাৎ।
	অস্তু শ্রৌষদ হতি উপপ্রাস্রক যজ ইতি উৎ অনৈষৎ।
	যে যজামহে ইতি উপযশাদ্ বষট্কারেন দগ্ধিঃ।
	এষ বৈ সুনৃতায়ৈ দোহ যঃ এবম বেদ দুহা এবম এনম্।। (তৈ. স. ১/৬/১১/৫-৬)

দিব্য ভাবসুধা হয়েছে নির্গত জগতের পরম কল্যাণ সাধনে।
সাধন পর্বের দিব্য চেতন পথের আকর্ষণী ভক্তি প্রবাহে হয়েছে মুক্ত আবাহনে।
জগৎ পথের এই দিব্য যজ্ঞের বেদীতে করি সমর্পণ এই সঞ্চয় জীবনে।
দেবতার দৈবী আকর্ষণ এসেছে এই জগতের মাঝে পরম বিজয় আকর্ষণে।
বাধার শক্তি সবই হতে থাকে প্রবল করতে অবরোধ সদাই উদার উন্মোচন।
এমনই হয়েছে জীবন মাঝে স্বতঃই দৈবী চেতনের প্রত্যক্ষ উন্মোচনের সঙ্গে।
সত্য ও ঋতের কাছে হয়েছে একান্ত বিকাশী অনন্য নিবেদনের মুহূর্তে।
ঐ অনন্য প্রকাশী জগৎ চেতনের এই অনন্যতায় হয়েছে মূর্ত জাগ্রত চেতনে।।

ঋতপথের হোক জগৎ প্রসার ঃ

দেবা বৈ সত্রমাসৎ তেষাং দিশঃ অদশ্যন্ ত এতম্।
আদ্রং পংক্তিং অপশ্যন অশ্রান্ত ইতি পুরোবাতম্।
অর্জনায়ন্ন অস্তু শ্রৌষদ ইতি অভ্রং সমপ্লাবায়ন অভি।
বিদ্যুতম্ অজনায়ন যে যজামহ ইতি প্রবর্ষায়ন ন অভিঃ।
অস্তানয়ন বষট্কারেন ততৌ বৈ তেভ্য দিশা প্রপ্যায়ন্ত য়।
এবম বেদ প্র অস্মৈ দিশঃ প্যায়ন্তে।। (তে. স. ১/৬/১১/৭)

দেবকূল সকল দেবতার এই উত্তরণ ক্ষণই হোক চেতনার বিশ্বব্যাপ্তি।
হয়েছিল সূচনায় সে নিবেদন ঐ অনন্ত প্রকাশ অনন্ত সত্যের প্রদীপ্ত চেতনায়।
এখন এসেছে নিত্য ভাবময় এই ব্রহ্ম চেতনের নিত্য দৃপ্তি জীবনের ক্রম উন্মোচনে।
সত্য ও ঋতের সাধন প্রসার হবে অনন্য ভাবচেতনের একান্ত বিকাশ পর্বে।
সৃষ্টির এগিয়ে চলবার পথে হোক উন্মোচন জগৎ মাঝে সুপ্ত চেতন সমূহ।
এখন দেবতার কাছেই হবে নিবেদন জীবনের আহুতি জগতের পরম বিকাশ ক্ষণে।
দেবচেতন এসেছে জীবনের কাছে আলোর বর্ষণের চেতন জ্যোতির ধারায়।
দেবতার কৃপার ধারা হোক নবীন চেতন প্রদীপ বহু মাত্রায় হয়েছে ভাস্বর।

নবীন সৃষ্টির নবীন আহ্বানে ঃ

প্রজাপতিম ত্বোবেদ প্রজাপতিঃ ত্বম বেদ যম প্রজাপতিঃ।
বেদ সঃ পুণ্য ভবতি। এষ বৈ ছন্দস্যঃ প্রজাপতিঃ আ।
শ্রষ্য অস্তু শ্রৌষদন যজ যে যজামহে
বষট্কারো যঃ এবম্ বেদ পূণ্য ভবতি।। (তৈ. স. ১/৬/১১/৮-৯)

সৃষ্টির সব সংবেদ হয়েছে প্রকাশিত জীবন পথের নিয়ত প্রসারে।
এই সৃষ্টির জাগরণ পর্বের হোক নবীন পরিচিতি নবীন চেতন উন্মোচনে।
দেব চেতনের হয়েছে সংযোগ প্রাণ বিকাশের একান্ত পর্বের নিত্য আলোকে।
এক নবীন ব্রত হোক সমন্বিত এই অনন্য বিকশের জীবন ব্যাপ্ত বিকাশে।
তোমারই পথপানে হয়েছে আহ্বান এক দৃপ্ত নবীনের অনন্য উন্মোচনের তরে।
জীবনের নতুন পরিচয়ের এই ক্ষণের এখন অনন্য সত্য পালনের উদ্ভাবন প্রয়াসে।
যে মন্ত্র হয়েছে উচ্চারিত এই দৈবী বাক সঞ্চার হোক জীবনের প্রকাশ প্রমুখ।
এখন জাগরণ প্রয়াসের সম্ভার এসেছে জীবনের এই নবীন সত্যের নিত্য আবাহনে।

চেতন অগ্নির নিত্য প্রাবল্যে ঃ

বসন্তাম ঋতুনাম পৃণামি ইত্যাহঃ ঋতব বৈ প্রয়জঃ।
ঋতুং এব পৃনোমি তে অস্মৈ পৃত যথাপূর্বম্ কল্পন্তে।
কল্পতে অস্মা ঋতবঃ যঃ এবম্ বেদ।। (তৈ. স. ১/৬/১১/১০)

প্রকৃতির বুকে দিয়েছে যত কিছু রয়েছে বৈচিত্র জগৎ মাঝেই।
কালের বৈচিত্র এসেছে জীবনের মাঝে প্রকৃতির রূপ বৈচিত্রের মাঝে।
কখনও হয়েছে নবীন আকর্ষণী বৈচিত্রের নবীন প্রকাশ পরিচয়ে।
প্রাচীনের সব পরশ হয়েছে নিতান্ত পরিচয়ের সূত্রপথের আবাহনে।
দেবতার এ আবাহন যজ্ঞের সমর্পণ চেয়েছি তোমায় অনন্য প্রকাশে।
অগ্নিময় ভাগবতী অন্বয়ের এই মূর্ত বিকাশ হোক জীবনের অগ্নিব্রতে।
সদা পরিবর্তনের নিত্য জোয়ার হবে জীবন মাঝে মূর্ত ভাব চৈতন্যে।
শাশ্বত সনাতনী দিব্য বিকাশের আশ্রয় হোক উন্মোচন জীবনের এই বরণ ক্ষণে।

ক্ষুধাময় হয়ে রয়েছে মানুষের জগৎ। অল্প কিছু সংখ্যক সেখানে পাওয়া যাবে সমগ্র ব্যাপ্ত বিশ্বমাঝে যেখানে ক্ষুধার প্রভাব নেই। ক্ষধার রকমফের রয়েছে। মনের প্রাণের মাঝে রয়েছে যে সব অফুরন্ত ক্ষুধার ভাণ্ডার তারই এখন ব্যাপ্তি ও বিস্ফোরণ হয়ে চলে সর্বদাই। ক্ষুধার নিবৃত্তির পথগুলিতে রয়েছে তৃপ্তির উদ্দেশ্য। এসবই সাময়িক দৃপ্তি।

ক্ষুধার বৈচিত্রময় অবস্থা বিশ্বময়। ক্ষুধার নানা ধরনের বৈচিত্র রয়েছে। মানুষের মধ্যেই রয়েছে এসব বৈচিত্র। বিভিন্ন অবস্থায় একই মানুষের মধ্যে ক্ষুধার বহুরকমের বৈচিত্র ফুটে ওঠে। অন্তর মাঝে যা কিছু বোধ অথবা প্রতীতির পরিবতন হতে থাকে সেসবই ক্ষণমাত্রায় মনের ক্রিয়াশীল অঙ্গে চলে আসে তার রূপ গ্রহণের জন্য। এই রূপ গ্রহণ স্বতঃই নিজ নিজ মাত্রায় ঘটে থাকে। সাময়িক বা তাৎক্ষণিক ক্ষুধার আর একটি রূপ হল লালসা। ঋষিগণ অনুভবে বুঝেছেন, তাই বলেছেন, তাৎক্ষণিক ক্ষুধার জৈব মাত্রার লালসা বিপর্যয় কারী।

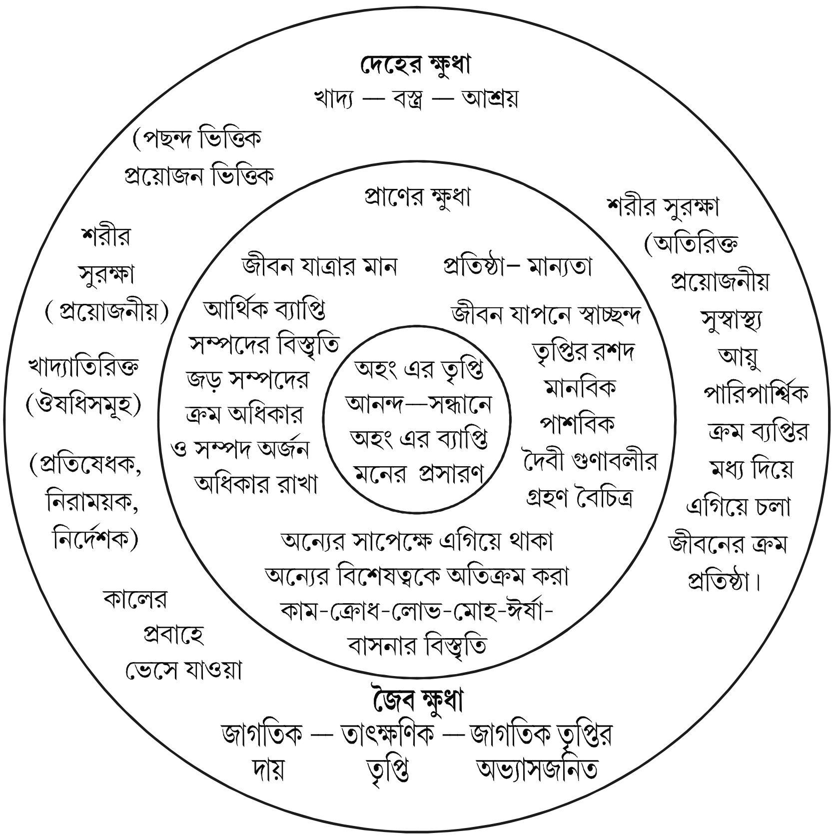

তাৎক্ষণিক ক্ষুধা, জৈব ক্ষুধার সেরা উদাহরণ রয়েছে পশুসমাজে। পাশবিক প্রকৃতির প্রদান বৈশিষ্ট্য হল অতিমাত্রায় কোনও বিষয়ে ক্ষুধাকে অবলম্বন করেই জীবনক্রিয়ার পথ ধরা। এই ক্ষেত্রে পাশবিক মনটি যা কিছুই করতে পারে। জীবনও নিতে পারে বা দিতে পারে। পাশবিক প্রবৃত্তির প্রথম পরিচয় হল সংযমহীনতা। সংযম বস্তুটি বা বিষয়ের বোধ পাশবিক পরিচয়ের মধ্যে থাকে না। ক্রোধ লোভ, হিংসায় পাশবিক মন দিক বিদিক্ শূন্য হয়ে এগিয়ে আসে সমরে। সংযম বা ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ মানুষের জন্য কাঙ্ক্ষিত। পশুর ক্ষেত্রে এগুলি প্রযোজ্য নয়। অবশ্য ইদানিং যেসব গৃহপালিত পশু মানুষের সঙ্গে সহবাস করে থাকে তাদের মধ্যে কিছু কিছু ভাল অভ্যাস গড়ে ওঠে। পাশবিক ক্ষুধার দ্বারা একবার যদি মানুষ আক্রান্ত হয় তবে সেটি অপরিসীম ক্ষুধার সাগরে নিয়ে যেতে পারে। ক্ষুধার খাদ্য যতই দেওয়া হোক, এর নিবৃত্তি হয় না। ক্ষুধার মোড় ঘুরিয়ে দাও। ভগবানের জন্য চাওয়া শুরু হোক। ক্রমে গড়ে উঠুক ভাগবতী ক্ষুধা। অনন্ত সত্য, জ্যোতির্ময় তিনি সদা প্রেমময়। যে প্রাণ করবে নিবেদন তারই হবে ক্ষুধার পূর্ণ মোচন।

অগ্নিব্রতে নিবেদনের যজ্ঞপথে ঃ

অগ্নিসোময়। অহং দেব যজ্ঞায় চক্ষুষ্মান ভূয়াসম্।
ইত্যাহ অগ্নিসোমভ্যাম্ বৈ যজ্ঞঃ চতুষ্মানঃ ওভ্যম্।
এব চক্ষুঃ আত্মন্ ধত্তে। অগ্নেঃ হম্ দেবযজ্ঞায় অন্নাদঃ।
ভূয়াসং ইত্যাহ অগ্নিঃ বৈ দেব অন্নাদঃ
তেন এব অন্নাদ্যম্ আত্মং ধত্তে।। (তৈ. স. ১/৬/১১/১১-১২)

অগ্নির সাধনে এখন করেছি নিবেদন তোমায় একান্ত বরণে।
এই সাধন অগ্নির শিখামাঝে হও মূর্ত তোমারই নিত্য স্বরূপে।
দেবতার এই আবাহন যজ্ঞ মাঝে ভক্ত প্রাণের একান্ত নিবেদনের প্রয়াস পথে।
চেয়েছি ভগবানকে একান্ত উন্মোচন পথের প্রশান্ত প্রয়াস পর্বের অভিমুখে।
করেছ বরণ এখন হবে শিখাময় প্রভার বিস্তৃত বিকাশ প্রভার পরশে।
অগ্নিময় এই জীবনব্রত হোক নিত্য পথের পূর্ণ প্রভার নিত্য নিয়ন্ত্রণ মাঝে।
কৃপার প্রবাহ হয়েছে যদি জীবন মাঝে হোক যজ্ঞের নিত্য প্রদীপ্ত শিখা।
ভগবৎ চরণের এই নিবেদন পর্ব হয়েছে জীবনের পরশ পর্বের প্রকাশে।

মুক্ত বাতাবরণের প্রভায় ঃ

দব্জিঃ অসি অদব্ধঃ ভূয়াসম অম্বম দয়োভাম।
ইত্যাহঃ এতায় বৈ দব্জায় দেবা অসুরান্
অব্রম এবারঃ ত্বা এব ভ্রাতৃব্যাম দব্ধোন এতি।। (তৈ. স. ১/৬/১১/১৩)

দিব্য বাতাবরণের ক্ষণ যখন হয়েছে স্থিত জীবনের সুরক্ষার তরে।
দিয়েছ তুমি এক অনুপম আবর্ত জীবনের মাঝে দেব আবর্তের পর্বে।
অদিব্যের সব আবরণ দিয়েছ সরিয়ে নিত্য বিকাশের আবর্তে।
যা কিছু হয়েছে জীবন মাঝে তোমার দান হোক উপলব্ধি দিব্য বার্তায়।
হয়েছে মুক্ত দেব কৃপার এই দেবপরশ পর্বের অনন্য বিকাশ পয়াসের ক্ষণে
তোমারই এই আকর্ষণ পর্বের একান্ত নিবেদনে আসুক জীবন প্রজ্ঞা।
দেবচেতনের এখন উন্মোচন পর্ব জীবনের দ্বারপথের অকুণ্ঠ নিমন্ত্রণে।
সকল বাধার অদিব্য প্রভাব করে অতিক্রম হোক তোমার স্ফূরণ।

অগ্নিযজ্ঞের নিবেদনে ঃ

অগ্নিসময়ঃ অহং দেবয়জ্যায়ঃ বৃত্রহা
ভূয়াসম ইত্যাহঃ। অগ্নিসোমভাম ব ইন্দ্রঃ
বৃত্রম্ অহং তভ্যং এব বৃত্রভ্যাম্ শ্রুণুতাঃ।। (তৈ. স. ১/৬/১১/১৪)

যজ্ঞের নিবেদন হয়েছে প্রস্তুত জীবনের ভাগবতী সাধনে।

এসেছে ক্ষণ যজ্ঞের নিবেদনে হয়েছি প্রস্তুত অভীপ্সায়
স্বতঃই এই সাধন স্নাত জীবন মাঝে হয়েছে রচনা নিবেদনে।
তোমারই কৃপার এই আবহে এসেছে তোমার স্পর্শ এই সাধনে।
সব বাধার সংহারে সব অদিব্যের সংহার পর্বে জীবনে
হোক বিজয় সেই দেবশক্তির এখন জীবন স্রোতে দেববিকাশে।
নব পরিচয়ের ক্ষণ এসেছে এখন দেবযজ্ঞের এই জীবন আশ্রয়ে।

সাধনপথের ক্রম বিকাশের আসৃতি ঃ

ইন্দ্রঃ অগ্নিয়ঃ অহম দেবয়জ্যায়া ইন্দ্রিয়ায় বি।
অন্নাদঃ ভূয়াসম্ ইত্যাহ ইন্দ্রিয়াভিঃ তৎ এব।
অন্নাদ। ভবতি। ইন্দ্রস্য ইন্দ্রস্য অহম এব দেবয়জ্যায়াঃ।
ইন্দ্রিয়াভিঃ ভূয়াসম্ ইত্যাহঃ ইন্দ্রিয়াভিঃ এব ভবতি।। (তৈ. স. ১/৬/১১/১৫-১৬)
দেবতার হাতে হয়েছে নিবেদন জগৎ মাঝে একান্তে।
অগ্নির সাধনে হয়েছে উপলব্ধি দেবরাজের অঙ্গনে।
জীবনের আহুতি সত্যের নিবিড় প্রভায় চলতে এগিয়ে স্বতঃই।
এই জীবন ব্রতে অন্নময় হয়েছে জীবন সাধনের দিব্যব্রতে।
যখনই হয়েছে দেবশক্তির বিকাশ সাধন পর্বে হয়ে বিকশিত।
দেবতার কৃপার দান এই উপলব্ধির প্রবাহ হোক দিব্য সম্পদে ভরপুর।
জীবনের সব অঙ্গন হোক ভরপুর নিত্য বিকাশের ভাবনায়।
হয়েছে নিয়োজিত সর্বাঙ্গ সাধন চেতনের এই পর্বে উন্মোচন।

মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিটি মেশানো। এর মধ্যে রয়েছে নানা গুণের সব বিষয়। পাশবিক প্রবৃত্তিগুলির মধ্যে যেসব খুব উল্লেখযোগ্য সেগুলি সবই মানবিক এই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে নিহিত রয়েছে। কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-ইর্ষা-বাসনা এসবই ঐ পাশবিক বৃত্তির মধ্যে পরে। এছাড়াও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে বহু সদ্ গুণ থাকে অনেক সদ্গুণ সমূহও পড়ে। যেমন সত্যপথে জীবনযাপনে সদাচার, সৎচিন্তা, সৎভাবনা, অন্যের সঙ্গে তুলনামূলক বিচার বন্ধ করা। অহঙ্কার থেকে মুক্তি। বিষয়ের বাসনার টান সেরিয়ে দেওয়া। লোভ-মোহ-লালসা-রাগ-মুক্তি। বিদ্বেষ-অন্যের বিষয়ে নাক না গলানো, নিম্নরুচির বিষয়গুলির লালন না করা। লোভমুক্তি হওয়া আর ক্রমান্বয়ে বাসনা মুক্ত হওয়ার জন্য সাধন পথে হতে হবে তৎপর। ঋষিগণ ব্রহ্ম অভীপ্সায় সর্বদা হিয়েছেন মগ্ন। ভগবানের ভাবে ভাবনা — যখন সাধকের প্রাণের বস্তু হয়ে উঠবে তখন প্রাণের মধ্যে মগ্ন হয়ে যায়। মনের অভ্যন্তরে যে বস্তু বাসা বেধে রয়েছে, ভগবানের উপর বিশ্বাস প্রভৃতি মাপকাঠি। যেমন করেই হোক প্রতিদিকের জীবন চক্র সেই বোধে যখন সব বিষয়ই হয়ে ওঠে সাধকের কাছে মূল্যবান। ক্রমান্বয়ে সাধককে গড়ে নিতে হয় স,ামগ্রিক সাধককেই। জীবন ও জপ বিষয়ের পরিধি বেড়ে চলে। সাধককে এখন হতে হবে সব রকমের ক্ষুদ্ধধার সাম্রাজ্যের মধ্যে ছুটে যায়। দেহের ক্ষুধা, প্রাণের প্রদীপ হয়েই বিরাজ করবেন। ক্ষুধার তৃপ্তির নানা উদাহরণ রয়েছে। জীবনের তৃপ্তির জন্যই হয়ে চলেছে আধুনিক প্রাণাদির গতি। এরই মাঝে বেড়ে ওঠে ভগবানের প্রতিনিয়ত যেসব বিষয়ের মধ্য দিয়ে যা কিছু বহুজনের জন্য কল্যাণ ব্রত বরণ করে নিতে হয়। মনের মানস পটে ভগবান বিষয়। ক্রমান্বয়ে মানুষের উপর মানুষের মধ্যেই সেটি নিহিত রয়েছে। ব্রহ্ম ভাবনার ভাব ও ভাবনা ক্রমান্বয়ে গড়ে তুলতে নিত্য নিরঞ্জন তিনি। নিজে স্বয়ং প্রতিক্ষার অবস্থান করে।

ব্রহ্ম সনাতন সর্বতোভাবে সার্বিক হয়ে জগৎ মাঝে বিরাজমান। সৃষ্টির সর্বত্রই সর্বিকভাবে বিরাজমান স্বতঃই তিনি সমগ্রতায় বিরাজ করছেন সৃষ্টির সবটা নিয়ে সার্বিক হয়ে রয়েছেন। তিনিই সৃষ্টির সর্বত্র বিরাজমংন হয়েছেন। সৃষ্টির সকল অঙ্গনেই হয়েছেন তিনি বিরাজমান। সমগ্র সৃষ্টিতে তিনি বিরাজিত হয়ে রয়েছেন, তিনিই যেমন সব হয়েছেন, তেমনি আবার সবকিছুরই মধ্যে তিনি বিরাজমান হয়ে রয়েছেন অনুমাত্রায়। সৃষ্টির সবকিছুই তাঁর নিজ পরিচয়ে হয়ে রয়েছে। আবার সৃষ্টির যা কিছু প্রকাশিত অনন্ত বিস্তৃতি রয়েছে অপ্রকাশে।

ব্রহ্ম এব ইদম সবম্ ইশঃ রাজ রাজেশ্বরম্।
অনন্তম এতৎ প্রকাশম বিশ্বম অপ্রকাশম্ অনন্তম চ।
তৎ এব পূর্ণ চৈতন্যঃ ভগবত্তা ভাব সম্পৃক্তম্।
এবম তৎ প্রকাশম জগন্ময়ম্
অপ্রকাশম অপি জগদাতীতম্ অনন্তম্।
তৎ এব স্বে মহিম্নি কর্তারম এতৎ সর্বম্।
তৎ এব এব সৎ চিৎ আনন্দময়ম্।। (স্বকৃত, ২৪/৪/২০২৪)

এমন করেই হয়ে রয়েছে জীবনের কন্দরে অনন্ত প্রকাশী দৃপ্ত ভাস্বর সব সম্পদ। জীবনময় হয়ে রয়েছে এই অনন্ত ভাবসম্পদ। যে ভাবসম্পদসমূহ প্রকাশে অপ্রকাশে সর্বত্র সার্বিকভাবেই তাঁর রয়েছে অবস্থান। এমনই তাঁর ব্যাপ্তি যা কিছু রয়েছে এই ব্যাপক সৃষ্টির চারদিকে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে তাঁর নিজেরই স্পর্শ। ব্রহ্ম সনাতন স্বয়ং হয়েছেন এই ব্যাপ্তির সর্বত্র বিরাজিত। ভগবান স্বয়ংই হয়েছেন জীবনমাঝে প্রকাশিত অথবা অপ্রকাশে ব্যপ্ত স্বতঃ প্রকাশ। তিনিই রাজ রাজেশ্বর স্বয়ং। যা কিছু জগতের সম্পদ সবই ব্রহ্ম সনাতন স্বয়ং সৃজন করেছেন। তিনিই সব সম্পদকে প্রস্তুত করেছেন। এমন করেই তিনি জীবনের সবদিকে হয়েছেন ব্যাপ্ত। চৈতন্যময় তিনি স্বয়ং চেতনম হয়ে বিশ্বমাঝে হয়েছেন ব্যাপ্ত। এমন করেই জীবন মাঝে হবে তারই ক্রমবিকাশ যখন চেতনার জাগরণ হয়ে হবে ব্যাপ্ত সদা প্রকগাশ পর্বের মধ্যেই হয়ে থাকবে জীবনের পরম চেতনার এই জাগরণ পর্ব এখন হবে সদা প্রকাশবান হয়ে জগৎময় কেউ বা তাঁর জীবন সঞ্চালনের পথে হয়ে চলেছেন উন্মোচনী আর জীবন পথের একান্ত নিবেদনের মধ্যে হয়ে চলবে জীবনের পথচলার নিবিড় প্রভা। এমনই নিত্য প্রকাশের পর্ব হয়ে ওঠে যখন মানব চেতন হয়ে ব্রহ্ম ভাবদীপ্তিতে ভরপুর। এমনই নিত্য পরিচয় হয়ে উঠবে জীবনের পথচলার নিত্য অভিনিবেশ। এমন করেই নিত্য পথের প্রাবল্য ফুটে উঠবে এই বিশ্বমাঝে জীবন প্রবাহেই ভগবানকে বরণ করে জীবন পথে এগিয়ে চলবে সাধকপ্রাণ।

নিবেদনের শুভক্ষণে ঃ মহেন্দ্রস্য অহং দেবয়জ্যায়া জেনানম্ মহিমানম্।
গাময়ম ইত্যাহ জেমানম এব মহিমানম গচ্ছতি।
অগ্নে স্বিষ্ট কৃতঃ অহম্ দেবয়জ্যায়া আয়ুষ্মান যজ্ঞের
প্রতিষ্ঠাম গমেয়ম্ ইত্যাহঃ আয়ুঃ এব আত্মন ধত্তে প্রতি যজ্ঞেন তিষ্ঠতি।।
(তৈ. স. ১/৬/১১/১৭-১৮)

এসেছে আহ্বান জীবন মাঝে ভগবৎ রূপ আশ্রয়ের নিত্য আবাহনে।
সাধন পর্বের সব নিবেদনের পরম্পরায় হয়েছে অনাবিল আনন্দে স্নাত।
যেমন করে হয়েছে রচনা সাধন আহ্বান জীবন ক্ষেত্রের আবর্তে
হয়েছে প্রজ্ঞার সঞ্চালন হয়ে উঠবে এই জীবন পর্বে।
যেমনে এসেছে আহ্বান ঐ অনন্তের প্রান্ত হতে এসেছে কৃপার দান সাথে।
এখন হোক জীবনের সাধন উত্তরণের সংহত শক্তির বিকাশ।
যে জীবন চেয়েছে দেবসমর্পণ এই প্রেরণার প্রজ্ঞা হবে উৎস।
দেবগুণের প্রসার এখন হয়ে চলেছে জগতের পথ প্রবাহে দেবতায় নিবেদনে।

সমন্বিত চেতন বিস্তারে ঃ ইন্দ্রং বঃ বিশ্বতঃ পরি হবামহে জমেভ্যঃ। (ঋ. বে. ১/৭/৩০)
অস্মাকং অস্তু কেবলঃ। ইন্দ্রং নরঃ নেমধিতা হবন্তে।
যৎ পার্যো যুনজতে ধিয়স্তঃ। শূর নৃষ্য শবসঃ।
চকাম, আ গোমতি ব্রজে ভজা ত্বং নঃ।। (ঋ. বে. ৭/২১/১)

জীবন যা কিছু পেয়েছে অনুভবের পথ দিয়ে উর্দ্ধপথে।
এই সাধন প্রবাহে দেবলোকের সব অধিষ্ঠান করে বিজয়।

চেতন প্রবাহ হয়েছে উন্মোচন সাধক জীবনে হয়ে নিত্য বিবেকময়।
সাধন মার্গের একক আগ্রহ হয়েছে সূচনার অধিকার
হয়েছে যখন প্রাণের স্ফূর্তি জীবনের নবীন চেতন সংবেদে।
পাথির্বের অন্নময় চেতনের দেববিজয় হয়ে উঠুক সাধন অধিকার।
দেব রাজের এখন সমন্বিত দেবশক্তি হবে ব্যাপৃত মানবের উত্তরণে।
দেব সংযোগের ফল এখন মিলনের সমন্বিত রথ বিস্তার।

সংহত কর্মপথে চেতন উন্মেষ ঃ

ইন্দ্রিয়াণী শতক্রতো যঃ তে জনেষু পঞ্চসু।
ইন্দ্রঃ তানি অঃ ত বৃণে। অনু তে দায়ি মহ ইন্দ্রিয়ায় সত্রা
তে বিশ্বম অনু বৃত্রহত্যে। অনু ক্ষত্রম অনু সহঃ।
যজত্র ইন্দ্র দেবোভিঃ। অনু তে নৃষহিঃ।। (তৈ. স. ১/৬/১২/৩-৪)

সকল অঙ্গে হয়েছে তোমার ভাবস্পর্শ প্রসাদ।
সব প্রকারে এসেছে দেবচেতনের প্রভাব বলয়।
সহস্র কর্মের এই প্রবাহে আসুক পঞ্চ চেতন।
পঞ্চভাবে হোক তার জীবনের পটে জাগরণ।
দেবরাজ্যের দেবশক্তি হয়েছে সঙ্গী এই জাগ্রত চেতনের।
সব প্রতিরোধি শক্তির বাধা করে অতিক্রম সাধনে
দেবতার এই দেবশক্তির অবাধ প্রবাহ আসুক জীবনে।
সংহত কর্মের পথে এখন হবে জীবনের নিত্য উন্মেষ।।

দেবসূর্যের মিলন-প্রবাহের পথে ঃ

আ যস্মিন সপ্ত বাসব, তিষ্ঠন্তি সঃ আরুহঃ যথা।
ঋষিঃ হ দীর্ঘ শ্রুততম ইন্দ্রস্য ঘর্মঃ অতিথিঃ।
আমানু পক্কম ঐরয় আ সূর্যম্ রোহয়ঃ দিবি।
ধর্ম ন সামন্ তপতা সুবৃত্তিভিঃ জুষ্টং গিনিসে গিরঃ।। (তৈ. স. ১/৬/১২/৫-৬)

দেবসূর্যের আবাহন চলেছে চেতন আহ্বানে।
জীবনের কার্যের মাঝে হয়েছে দেবপরশ।
জগৎপথে এসেছে দেবচেতন সংযোগ কর্মের উজ্জীবনে।
হয়েছে ব্যাপ্ত জীবনের নিত্য কর্মপথের ভাগবতী সাধনে প্রাণ চেতন।
চলার পর্বে এসেছে দৈবী শক্তির সংযোগ করতে জীবন প্রবাহে প্রয়োগ।
যত বিস্তৃত এই জীবন আহ্বান দৈবী বিকাশ ততই প্রখর।
জড় সম্ভাবনারও এখন চেতন বিকাশ ক্ষণ অনুমাত্রায় দেবপ্রেরণার পথে।
অনুপ্রকাশরাজি এখন হবে সংহত বৃহৎ জীবন কর্মে জগৎ মাঝে।

সমাজের সর্বত্র বিরাজমান মানুষের মধ্যেই রয়েছে মনের ও প্রকৃতির বৈচিত্র। প্রতিটি মন তার প্রকৃতিকে বরণ করে নিয়ে বেড়ে ওঠে আবার একান্ত বিকাশের জন্য। মানবের সমাজ এজন্য কখনও বা হয়ে উঠেছে অনন্য বিশেষ; আবার কখনও এই অনন্ত চৈতন্যের মানবিক প্রকাশকে বরণ করে নিয়ে এগিয়ে চলতে। জাগতিক বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করতে হলে প্রয়োজন ঐ বিষয়গুলির অন্তর্নিহিত যে মৌল বস্তু, তারই স্বরূপ খুঁজে নেওয়া। মানুষের চলার পথের বহু বিচিত্র দিকগুলিকে একত্রীভূত রেখে সাধকগণ একাধারে সবগুলি দিককে বরণ করে নেবে, অন্যদিকে সাধন পর্বে কখনও বা একান্ত পরিণত সাধন নিয়ে এই জগৎ মাঝে দৃপ্ত পদক্ষেপে বরণ করে নিয়ে এগিয়ে চলবে। চেতনার স্তর ক্রমে বিস্তৃত হয়ে রয়েছে নিত্য বিকশিত চেতনে। এমন করেই ভাবপ্রদীপ এমনই চেতনাকে উদ্দীপ্ত করে হয়ে চলেছে সৃষ্টির মাঝে সর্বত্র। স্বরূপে বিকশিত হয়ে উঠবে স্বতঃই।

In ancient Greece, psychae was also the word used for butterfly and the connotation of flilling in apt. For, as whitehead puts it 'spontaneity is the essence of Soul'. The soul expresses novelty. It is not an enduring entity which inhabits the human mind or body : it is an aspect of our existence which enables us to go beyond the mere contemplation of facts, or judgements of truth and falsehood : 'the soul of a man is mainly concerned with the trivialities of existence, it seeks the gleam the sunlight as it falls on the foliage.

While whitehead uses the word trivialities here, this does not mean that these elements of existence are trivias, in any demeaning sense. Indeed they are of the utmost importance for the enjoyment of a gleam of sunlight, the very existence of poetry, are vital elements which constitute us a human. This is no some simplitic recourse to questions of beauty and art, however. As it were the traditional split between science and humanities between facts and values , indeed to the bifurcation of nature, which dogged much or recent western thought. The role that whitehead assigns to the soul in beyond fact of value.

Christine Hauskeller and Peter S Hughes, Philosophy and Psychedelies, Frameworks for ExceptionalExperiences, Bloomsbury Academic, 2023, p. 38

জীবনের চালচিত্র রয়েছে প্রতিটি জীবনের মাঝে। রয়েছে যে চিত্তসম্পদ তারই মধ্যে এই ভাবেই জীবনের মাঝে চিত্তপ্রসাদ মানুষকে চালিয়ে নেয়। চিত্তের মাঝে যেসব উপাদান এসে যায় সবই অতীত একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ফুটে ওঠে। সবকিছুর মধ্যেই রয়েছে নানা পর্বের সবকিছু উপাদান এমন সব উপাদান যার রয়েছে জীবনের পথচলায় সরাসরি সম্পর্ক। এমন করেই জীবনের পথ বেয়ে এগিয়ে চলতে হয়। সব কিছুরই মধ্যে রয়েছে অতীতের ঘটে যাওয়া সম্পর্ক সমূহ। এমন করেই ভাবনা রাজি যখন একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় পৌঁছে যায় চেতনার গভীরে যখন ফুটে ওঠে চিত্তপ্রসাদ মনের মাঝে প্রেরণা আসে ঐ চেতনের রূপেই। চেতনার স্পন্দন মনেক প্রস্তুত করে দেয়। আকাঙ্ক্ষা আর ক্ষুধা রয়েছে যেমন, মনের স্ফুরণ ঘটে যায়। মন যদি চেতনার অনুগামী হয়ে যায় তবে মনের হয় স্ফূর্তি।

অধ্যাত্ম পথের সাধক যিনি তার পক্ষে অতীত বরণ করে এগিয়ে চলার অর্থ জড়বন্ধনের মাত্রাকে বাড়িয়ে তোলা। চিত্তমাঝে রয়েছে অসংখ্য মাত্রার আকর্ষণ। রয়েছে বাসনার প্রভাব। বাসনার বিষ জীবনের পর্বে পর্বে যা কিছু চাওয়া ছিল অথবা বাসনার ব্যাপ্তি ঘটে যায়। এর রয়েছে বাসনার যে রূপটি ছিল অতীতে তার এইভাবে হয়ে যায় ব্যাপ্ত। বাসনা কামনার জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চায়। এমন ক্ষণেই এসে যায় প্রভা স্থিতির উপরই নির্ভরশীল হয়ে থাকে। মনের মাঝে ফুটে ওঠা এমন চিত্তপ্রসাদ এখন এমন কর্মপথে সবাইকে আহ্বান করে নিয়ে আসে। ভগবানের পথে এগিয়ে চলতে গিয়ে সাধককে সেজন্য মুক্ত হতে হবে চিত্তবন্ধন থেকে।

ঋকমন্ত্রে হয়েছে ভাবসঞ্চার ঃ

ইন্দ্রমিৎ গাথিনো বৃহৎ ইন্দ্রম অর্কেভিঃ অর্কিনঃ।
ইন্দ্রং বাণীঃ অনুষৎ। গায়ন্তি ত্বা গায়ত্রিনো।
অর্চন্তি অর্কম অর্কিনঃ। ব্রহ্মানঃ ত্বা শতক্রতো।
উৎ বংশং ইব যেমিরে।। (ঋ. বে. ১/৭/১; ১/৪০/১)

দেব অর্চনার নিরন্তার এই প্রয়াস করেছে সাধন জীবন।
অনাবিল আনন্দের প্রবাহ রয়েছে সে জীবন মাঝে উত্তরণ তরে।
ক্ষণমাত্র এই প্রকাশ পর্বে এসেছে ভাব বিন্যাস আর নিত্য নিবেদনে।
দেবতার বার্তা করেছে প্রবেশ চেতন রাজ্যে চেতনের বিশ্ব বিস্তারে।
এমন করে পেয়েছি তোমায় কর্মপ্রবাহের সাধন পর্বে জগৎ মাঝে।
তেমনে আসুক ভাগবতী জ্ঞানপ্রবাহ জগতের জীবন মাঝে স্বাতন্ত্রে।

বাকের মন্ত্রের ধ্বনি হয়েছে ক্রমান্বয়ে উজ্জীবিত হোক ভাব বিকাশ।
এখন করেছি আরোহন ঐ চেতনের উত্তরণ প্রয়াসে দেবমার্গে।।

জীবন সাগরে করে চেতন বিজয় ঃ

অং হোঃ উচেঃ প্রভারমা মনীষীম প্রতিষ্ঠ দাত্নে।
সুমতি গৃনানাঃ। ইদম ইন্দ্র প্রতি হব্যম্ গৃভায়।
সত্যাঃ সন্তু যজমানস্য কামাঃ। বিবেষ যন্মা ধিষণা।
জজান স্তবৈ পুরা পার্যাৎ ইন্দ্র অহ্নঃ। অংহযো যত্র।
পীপরাৎ যথা নো মাবের যন্তমং উভয়ে হবন্তে।। (ঋ. বে. ৩/৩২/১৪)

জীবন চলেছে জগৎ পর্বে কর্মের মাঝে নানা প্রভায় হয়ে মূর্ত।
যেমনে পার্থিব জড় আবেষ্টনকে করি অতিক্রম সাধন পর্বে।
জীবন সাগরে দিয়েছি পাড়ি ব্রহ্ম উপলব্ধির তরণি ভরে।
যেমন হয়েছে জীবনের পরিচয় এই ব্রহ্ম সাধন পর্বের প্রবাহে।
সর্বদাই করি প্রয়াস তোমারই পরিচয়ের সমন্বয়ে আবেষ্টনে।
দিয়েছ যে প্রেরণা সাধনের দেব আহ্বান তরে হয়েছে তার উন্মেষ।
এমন করেই পেয়েছি তোমায় জীবন প্রবাহের সনাতনী যজ্ঞে।

ভাগবতী সাম্রাজ্যে ঃ

প্রসম্রাজং প্রথমম্ অধ্বরাম অং হে মৃচম্।
বৃষভং যজ্ঞিয়ানাম। অপাং নপাতম অশ্বিনা।
হায়ন্তাম নব ইন্দ্রিয়াসঃ ধত্তম ওজঃ।। (তৈ. স. ১/৬/১২/১১)

সাধক তোমারই এখন এসেছে ক্ষণ নিবেদনের
ভগবৎ কৃপা হয়েছে উন্মোচন জীবন চেতনে করেছে প্রবেশ
আহুতির ক্ষণে কর বরণ জীবন মাঝে স্বাতন্ত্রের দীপ্তিতে
ভগবানের প্রতি আবাহনী যদি করেছ অর্পণ বরণ করে নাও দিব্যচেতনে।
যদি বা হয়েছে দেবপ্রয়াস পথে কোনও অন্তরায় মুছে ফেল তায়।
অন্তরের নিবেদন একন গড়ে দেবে অনবদ্য উদার বিস্তার পথ
দেবতার আহ্বান হয়েছে প্রচারিত জগৎ ব্যাপী জীবনে করে স্পর্শ।
নানা পথে নানা পর্বে নানা ভাবে ব্রহ্ম পরিচয় হবে প্রকাশিত।

জড়বন্ধন করে অতিক্রম ঃ

বি নঃ ইন্দ্র মৃধো জহি নীচা যৎ চ পৃতন্যতঃ অধঃ।
পদম তসীম বৃধি যঃ অস্মানঃ অভিদাসতি। ইন্দ্রঃ।
ক্ষত্রম অভিঃ বামম্ অজঃ ওজঃ অজয়থাঃ বৃষভঃ চর্ষনীনাম।
অপানুদঃ জনম অমিত্রায়ন্তম। উরুম দেবেভ্যঃ অকৃহঃ উলোকম্।।
(ঋ. বে. ১১/১৫২/৪)

জগতের এই পার্থিব চেতনের দ্বারা হয়েছো বন্দী যদি
জড় বন্ধনের আবিলতায় হয়েছ মুগ্ধ জগৎ জনের প্রভাব বলয়ে।
জীবন প্রবাহ জগৎ মাঝে চলেছে তোমারই অন্বেষায়।
যখনই পেয়েছি যেখানেই পেয়েছি তোমায় আবারও আকাঙ্ক্ষা হয়েছে
তোমায় জীবনের গভীর প্রদেশ তোমায় চেয়েছে আরও বেশি মাত্রায়।
দেবতার কৃপাশক্তি করেছে উন্মেষ জীবন মাঝে ভাগবতী কৃপার উন্মেষ
জীবনের পথচলায় এখন হয়েছে নবীন অন্বেষার সূচনা সাধন পর্বে।
যা কিছু রয়েছে এই অন্তর মাঝে হয়েছে এখন তার উন্মোচন ক্ষণ।।

ভগবানই সত্য। ভগবান বাস্তব যেমন বাস্তব গাছপালা, পশুপাখি, মানুষজন, গরু-ঘোড়া-হাতি, তেমনই বাস্তব ভগবান। জীবনের এই অনন্ত প্রবাহ পথের ওঠানামা এরই মধ্যে কখনও আলো কখনও বা অন্ধকার ভরিয়ে দেয়। আলোয় ঝলমল হয়ে ওঠা বিশ্বপ্রকৃতি ভুলিয়ে দেয় কখনও বা এসে যেতে পারে অন্ধকারের কালো মেঘে ঢাকা অবস্থা। ঝলমলে হয়ে প্রবল আলোকে ভরিয়ে দিয়েছে আকাশে উদয় হওয়া সকালের সূর্য। চলতে চলতে সূর্যদেব এগিয়ে আসেন মধ্যাহ্নে। মধ্যাহ্নের দীপ্তি দিয়ে ভরিয়ে দেন বিশ্বমণ্ডলীর একাংশকে। পৃথিবীর অন্য অংশ তখন অন্ধকারের নিবিড় আবেশের সুযোগ পেয়ে যায়। মধ্যাহ্নের সূর্য দিয়ে যায় প্রবল দীপ্তি আর মহাশক্তির উত্তাপ। বিশ্বময় যত প্রাণ পেয়ে যায় সে আলোর নিবিড় সন্ধান সে ওঠে জেগে, হয় চঞ্চল, কর্মময়। আবার এরই মাঝে বেশ কিছু প্রাণ-শক্তির দাপট সরিয়ে দিয়ে ম্লান অবসন্নতায় ছুটি নিয়ে নেয় আলোর জগৎ থেকে - ঢুকে যায় অন্ধকারের আবিলতা মাখা মনের নুইয়ে পড়া শক্তিহীনতার চক্রে। ঢলে যায় আলোর সূর্য। এখন জীবনের কাছে আসে ডাক ডুবে যেতে অন্তরে। এত সময় ধরে আলোর জগতে ছিল মহান দীপ্তি আর শোভময় শক্তিময় প্রভা এখন তার এসেছে সুযোগ প্রকৃতির গভীর অভ্যন্তরে ডুবে যাওয়া। প্রকৃতি মায়ের এখন, আহ্বান - হে জীব, ডুবে যাও অন্তর মাঝে, খুঁজে নাও তোমার তুমিকে।

'The really real of whiteheadean metaphysics are actual (real) occasions (momentary pulses of feelings). Each moment directly draws upon and synthesizes, the feelings and data of the past events, that is, 'occasions of experience' that have already completed their moments of creative integration. A critical point here is whitehead regards these momentary pulses, which compose the flow of actuality at all levels, as experiential in nature. This is not to say that these there accasions of experience all possess consciousness; rather they are mostly or entirely unconscious by human standards. Novertheless, whitehead chooses the designation 'experiential' because these momentary pulses are characterised by their active incorporation selection, integration and transformation of data derived directly out of the flow of energy/feeling from the past events. In this way whitehead's radical empiricism embraces the vibrational activity of atomic and subatomic entities, the pulsaing aliveness of molecules and cellular individuals, and the momentary accassions of molecules and cellular individuals, and the momentary occasions that underlie the flow of human experience – thereby bringing the full range of seientific and humanistic concerns under its aegis.

Christune Hauskeller and Peter Sjostedt– Hughes(ed.) 'Philosophy and Psychedelics' – London, New York, 2023, p. 39.

অন্তর মাঝেই খুঁজে পায় জীব নিজেকে। ধরিত্রীমাতা বিপুল প্রেম সম্ভারে ভরিয়ে দিয়েছেন তাঁর সব সন্তানের অন্তরের খনিতে ডুবে যাওয়ার পথগুলিতে মহান আনন্দের সব পসরা। বাইরের অভিযাত্রী এখন অন্তর মাঝে ডুবে গিয়ে খুঁজবে ঐ জ্যোতির্ময়ের আলোকদীপ্তি যারই দীপ্ত পসরা এখন অনন্তবিস্তৃত অন্তর আকাশের মধ্যে খুঁজে পাবে জীবন ধন সমূহ। যেন কয়লার আস্তরণে ময়লায় মোড়া এসব খনি সম্পদ। প্রথমেই উঁকি মারে জীবনের যা কিছু মালিন্যের শক্তি সবই। ফুটে উঠতে পারে কাম-আসক্তি আর অবরোধ যদি পারে থামিয়ে দিতে তবে তো তার পাওয়া হবে না মহামূল্য খনিসমূহের সন্ধান। প্রাণের সব গভীর আকৃতি এখন জীবের হৃদয় মাঝে আহ্বানের ঢেউ যদি তোলে, যদি বা স্মরণে আসে, মননের মাঝে জেগে ওঠে আর হৃদয়ের আহ্বান যদি মূর্ত হয়ে যায় তবেই তো জানা যাবে অমৃত আহ্বানের দ্যোতনা। ঐ নিত্য শাশ্বত সনাতনী মহাদেবী পার্বতীর নিত্য আরাধিতা শিব সনাতনের কাছে নিবেদনের বার্তাঃ 'ওঁ ত্রয়ম্বকম্ যজামহে সুগন্ধিম পুষ্টি বর্ধনম্। উর্বারুকম্ ইব বর্ধনান মৃত্যুঃ মোক্ষায় মাম অমৃতান্।' মহামৃত্যুঞ্জয়ের দীপ্ত প্রসাদ ঐ অনন্ত জীবনদায়ী শিবপ্রসাদে অন্তর প্রদেশ এখন আলোর মালায় ভরপুর হয়ে যাবে। যে ড়চাইবে একান্তে, একনিষ্ঠ, একাগ্র ভাবতন্ময়তায় ভরে ভরে যাবে সে হৃদয়। অনন্ত জ্ঞানের সমুদের তার সদাই। এখন আর মালিন্যের সুযোগ নেই প্রবেশের। এখন শুধুই রত্নসম্ভারে ভরপুর হৃদয় মন প্রাণের একান্ত একনিষ্ঠ বীণা ঝঙ্কার হৃদয়ের সব তন্দ্রীতে — শুধুই তাঁর স্মরণ বা, শুধুই মনন আর হৃদয়ের অভ্যন্তরে বরণ করেই কর্মসমুদ্রের সব করণীয়ের রত্নসাধন।

করে চূর্ণ বাধার পাহাড় ঃ মৃগঃ ন ভীমঃ কূয়েঃ কূরেঃ শিরিষ্টাঃ
পরাবত আ জগামা পরস্যাঃ।
সৃকং সংশ্যায় পবিম ইন্দ্র তিগ্মঃ।
শক্র বি শ্রুতন্ তাভ্য বি মৃধাঃ নুদস্বঃ।। (ঋ. বে. ১০/১৮০/২)
জীবনের কাল প্রবাহে এসেছে অতৃপ্তি আর হয়ে বিভোক্ষ তাড়িত।
পশুগণের যেমন চঞ্চল চেতনের এই ক্রোধ সঞ্চর এসেছে এখন।
পর্বত গাত্রে রয়েছে ঘোদাই জীবনের ছন্দের হয়েছে মূর্ত।
অনন্ত প্রশান্তির এই চেতনদীপ্ত হয়েছে ভরপুর জীবনে।
দেববিকাশ পথে হয়েছে আহরণ নবীন ছন্দের।
সম্ভাবনার প্রতিষ্ঠায় এখন হবে সবারই জীবন মাঝে।
দাও ভেঙে সব অবরোধ কর অবাধ সবারই জন্য।
দেববিরোধী শক্তির বিন্যাস হয়েছে যা কিছু এখন সেসবের বিনাশ।

পূর্ণ সত্যের অভিমুখে ঃ প্রতিদিনের প্রতিটি মুহূর্তই ভগবানের জন্য করতে হবে নিবেদিত। যদি জেগেছে বিশ্বাস তবে বরণ করে নাও তাকে। বিশ্বাসের ভেলায় যে পেয়েছে উঠতে তার আর কিসের চিন্তা। একজন ভক্তকন্যার কথায় খুবই সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে এ প্রসঙ্গ। ভক্ত কন্যাটির খুবই সংশয় ছিল জীবন পালনের ভবিষ্যৎ বিষয়ে। কি করণীয় সেটি ভেবে সে মাঝে মাঝে খুবই সংশয়ে পড়ে যেত। ভগবানের প্রতি বিশ্বাস একটু একটু করেই তৈরী হয়ে উঠল তার মধ্যে। ভক্তকন্যা এখন বুঝে নিয়েছে যে প্রয়াস করতে হবে। সেজন্য সে নিজেকে তৈরী করতে তৎপর হয়ে উঠল। এমবিএ করতে ঠুকল, করেই ফেললো। এবার প্লেসমেন্টের বিষয়। সকলে নানা ভাবে ছোটাছুটি করছে, একে একে প্রায় সকলেই এরকম। ভক্তকন্যা ধরে বসে আছে তার ভগবানকে — বিশ্বাস হয়েছে তার যে কিছু একটা হয়ে যাবে। হোল তাই। খুব ভাল, বড় একটা মাল্টিন্যাশনাল ব্রাঞ্চে চাকরি পেল — বাড়ী থেকে দু'হাজার কিলোমিটার দূরে। কোম্পানী জয়েন করবার পর অভ্যন্তরীন লোকজন ভীষণভাবে প্রতিরোধী ছিল। এক বছর পর ভক্তকন্যা প্রমোশন পেল, মাইনে বাড়ল, কর্মক্ষেত্রে শুধু সুনাম হয়েছে তাই নয় কাস্টমার ফিডব্যাক এতটাই ভাল যে সবাইকে ছাপিয়ে তার নাম দাঁড়িয়ে গেল। তার এখন মনোভাব জানাল ঃ 'জীবনটা যেন উঠতি নাগরদোলার চক্র। যখন চক্রটি উপর দিকে উঠতে থাকে তখন যেন ভিতরটা হালকা হয়ে উড়তে পারে এমনই। এমনই হালকা অন্তর। অসম্ভব ডিসিপ্লিন ও কাজের প্রবাহ কর্মক্ষেত্রে। কর্মই এতটা আনন্দের জেনে গেছি। শুধুই সঁপে দিয়েছি ভগবানকে আর কর্মপ্রয়াস সবই তাঁরই প্রেরণায়। তিনি যা করবেন, সেটিই হোক। কর্মই আমার অর্পন।'

ভক্তকন্যার বিশ্বাসে ভালবাসা যুক্ত হয়েছে। ভগবৎ ভক্তি আর ভালবাসা। এরই মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে জীবনের প্রত্যয়। প্রত্যয় স্থিত হয় ভালবাসায়। নির্ভেজাল ভালবাসা বিনা ভক্তি জমে না। ভক্তি-ভক্তি সবারই হয়; কমবেশি সবারই হতে পারে। কিন্তু ভক্তির বীজ তখনই ফুটে ওঠে যখন ভালবাসা নির্ভেজাল হয়ে যায়। ভক্তি যদি অন্তরে জমতে থাকে তবে তার তেকে ক্রমে কর্মের প্রেরণা, প্রয়াস আসে। কর্মানন্দ ফুটে ওঠে। যা কিছুই কর্মের ব্যাখ্যা বা পরিচয় হোক না কেন, কর্মানন্দ যদি জেগে ওঠে ঐ কর্মই তবে শিবপ্রসাদ এনে দেয়। জীবের জীবন দুঃখের আধার নয়, তখন আনন্দের দ্যোতক হয়ে ওঠে। ব্রহ্মানন্দে জীবন আপ্লুত হয়ে যায়। ব্রহ্মানন্দ জেগে উঠলে কর্মই হয়ে যায় জীবনের পক্ষ থেকে শ্রীভগবানে নিবেদিত পূজা। প্রতিটি ক্ষণে, স্থানে, পরিচয়ে কর্মানন্দ ব্রহ্মানন্দকে জাগিয়ে দেয়। আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম সনাতন জীবনের বাহ্য পরিচয়কে ছাপিয়ে অন্তরের পরিচয় ফুটিয়ে তোলেন। জীবনের সত্য ক্রমান্বয়ে ভাগবতী গুণে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। রূপে-রসে গন্ধে স্পর্শে - ঘ্রাণে সর্বত্র সর্বসময়ে যেন ভগবৎ উপস্থিতির বোধ হবে। এই তো এখন, এই তো এখানে, অন্তরে মিশে গেলেন স্বয়ং নটরাজ। এখন ব্রহ্মসত্যই জীবনের সত্য। পূর্ণে সত্যেজীবন স্থিত।

—ঃঃ—

ভাগবতী আকৃতি

সায়ক ঘোষাল

ভগবৎ ভাবে পূর্ণ মন হয়ে ওঠে জগৎ মাঝে প্রকৃত কর্মী। ভগবান হয়ে রয়েছেন সর্বত্র ব্যস্ত। ভগবান সবসময় তার ভক্তের সাথে হয়ে রয়েছেন সঙ্গি। ভগবান আনন্দময়। তিনি ভক্তজীবনে হয়ে রয়েছেন লীন। ভক্ত যখন দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে ভগবৎ আহ্বানের দিয়ে এগিয়ে তখনই শুরু হয় ভক্তের ভগবৎ যাত্রা। এই ভগবৎ যাত্রায় অবশ্যই মিলিত থাকে কর্ম জীবনও। অবারিত এই জীবন মাঝে পেয়েছি ভগবৎ স্পর্শ হৃদয় মাঝে। হে ভক্তমন জীবনের কেন্দ্র ওই হৃদয়ে গুহায় বসে আছেন চুপটি করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৌরজগৎ মণ্ডলীর সৃষ্টিকর্তা। তাঁকে ঐ হৃদ কেন্দ্রেই ভক্তি। ভালোবাসায়, বিশ্বাস নিবেদনে জাগিয়ে তুলতে হবে চেতনা স্তরে। সমুদ্র মন্থনের মতো হৃদয়কে মন্থন করে তাঁকে স্থাপিত করতে হবে চেতনার রাজ্যে এবং তাঁর হাতে নিবেদিত হবে চেতনা রাজ্য। পরম চেতন স্বত্তা তিনি নিজহস্তে সামলাবেন ভক্তের জন্য। এখন এই জীবন জুড়ে হবে দিব্য প্রকাশ শক্তির অঙ্গিকার। এই জীবন যে জীবন ছিল পরমানন্দ বঞ্চিত সে জীবন হয়েছে পরম পুরুষের পরশ তাঁর পরশে নিত্য উপলব্ধিতে ভরপুর হয়ে হয়েছে আগ্রহী ভগবৎ পথ চলায়। চেতন স্তরে এসেছে আলোর প্রকাশ করবে এসব জগৎ প্রকাশ। এই আলোয় প্রকাশে হয়েছে বিশুদ্ধ মন, প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়াদি। সাধন প্রাণের উপলব্ধি হবে প্রস্ফুটিত হবে ব্রহ্মজ্ঞান অন্তরের শক্তিতে। বিশুদ্ধ নির্মল হয়ে উঠবে সাধন যজ্ঞে ভরপুর মন। কোনো বাধাই থাকতে না এই মনকে প্রভাবিত করে। মনকে হতে হবে ব্যকুল ভগবানের জন্য। ভগবানের জন্য ব্যকুল হওয়া মন কখনো কোনো কিছু, সেই মনের মাঝে প্রবেশ করতে পারেনা। অন্তর প্রদেশ হয়ে যায় আনন্দময় এই ব্যকুলতায়। মন হয়ে ওঠে ভগবৎ অভীলাষ এই আনন্দ কোনো জাগতিক নয় এ হল ব্রহ্মানন্দ পরমানন্দ। এই ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্তি হল জীবনের পরমতম সম্পদ। যা এক ও অভিন্নতম উদ্দেশ্য জীবন মাঝে। জীবন চায় এই পরমানন্দকেই আস্বাদন করতে উপলব্ধির মাত্রায়। এই উপলব্ধির মাত্রায় এই মানব তনু হবে ভগবৎ সাক্ষী। এই মানবতনু হয়ে উঠবে ভগবৎ তনু যেখানে হবে ভগবৎবাস, ভগবৎ আগ্রহী মন ব্যকুল হয়ে ডাকলে তাকে প্রকৃতির বিভিন্ন কণা বার্তা নিয়ে আসে ভগবৎ উপলব্ধির আরও বাড়াতে। এ জীবন সাধন যজ্ঞ, এই যজ্ঞের আহূতি হল জাগতির বন্ধন আর প্রাপ্তি হল ভাগবতী মুক্তি। হে হৃদয়রাজ এ ভক্তমনের একটি অনুরোধ সমস্ত জাগতিক বন্ধন সরে গিয়ে ভাগবতী মুক্তি নেমে আসুক এ ভক্তকর্মীর জীবনে।

—ঃঃ—

ভক্তের মন

প্রণবেশ রায়

ভক্ত ভগবানকে ভালোবাসে। তার একমাত্রসহায় সম্বল হলেন ভগবান। তাঁর কাছে তার আবেদন হল এই যে তিনি যেন তার প্রতি সদয় হন, তাকে কৃপা করেন,—তার অসহায় তা দূর করেন, তাকে সৎ পথে পরিচালিত করেন। ভগবান হচ্ছেন ভক্তের একমাত্র আশ্রয়স্থল। তার যত দুঃখ, কষ্ট, অভাব, অভিযোগ—সব সে ভগবানের কাছে— জানিয়ে শান্তি পায়। সে মনে করে ভগবান দুঃখ মোচন করেন। তাই সে ভগবানকে ডাকে। ভগবানের কাছে বিভিন্ন আবদার করে। কাঙ্ক্ষিত ধন লাভের জন্য ভগবানের বিগ্রহের কাছে, ভোগ নৈবেদ্য, বস্ত্র সুগন্ধী , ধূপ, দীপ, পুষ্প—ইত্যাদি নিবেদন করে সে ভগবানের আরাধনা করে—ভগবানের ধ্যান ও চিন্তা ক্রমশঃ তার মনকে নির্মল করে তোলে,—ক্রমে তার মনে জাগে ভক্তি।

ভক্তিই ভক্তকে অন্যের থেকে পৃথক করে তোলে। তার আনাগোনা বাড়তে থাকে দেবমন্দিরে। ভগবানের নাম গানে মেতে উঠে সে আনন্দ পায়। সে মন ও মুখ এক করার সংকল্প করে। সর্বদা ভগবানের কথা ভাবার অভ্যাস সে করতে থাকে। ভগবানই একমাত্র বস্তু, বাকি সব অবস্তু—এই চেতনা ক্রমশঃ তার মনে উদয় হয়। সাধু সন্তদের কাছে সে এই উপদেশ শোনে যে ভগবান লাভই হল মানব জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। সে ক্রমশঃ ভগবান লাভে সচেষ্ট হয়ে ওঠে।

ভক্ত প্রসাদ পেতে চায়— ভগবানের আশীর্বাদ স্বরূপ সে লাভ করে প্রসাদ। সে আনন্দিত হয়। একজন ভক্ত এক দেবমন্দিরে একবার গেছেন—একজন স্বেচ্ছাসেবকের অনুরোধে। তার ইচ্ছা সে মন্দিরে প্রসাদ গ্রহণ করবে। কিন্তু সঠিক সময়ে মন্দিরে উপস্থিত

থেকেও সে ঐ স্বেচ্ছাসেবকের সাথে যোগাযোগ করতে পারে না। তখন ঐ ভক্ত প্রচণ্ড রেগে গিয়ে তার কর্মস্থলে ফিরে যায়। কিছু সময় পরে ঐ স্বেছাসেবক জানতে পারে যে ভক্ত প্রসাদ না পেয়ে ফেরৎ গেছে। তখন সে খালি পায়ে, ধুতি পাঞ্জাবি পরিহিত অবস্থায় পদব্রজে একটি বড় মাটির পাত্রে প্রসাদ সাজিয়ে ঐ ভক্তকে অফিসে গিয়ে দিয়ে আসে। ভক্ত প্রসাদ না পেয়ে ফেরৎ গেছে এটা ঘোরতর অন্যায়। আর বিশেষ করে ঐ স্বেচ্ছাসেবকের আহ্বানে ঐ ভক্ত দুপুরবেলা প্রসাদ লাভের আশায় মন্দিরে উপস্থিত হয়েছিল। তাই ভক্তের হাতে প্রসাদ পৌঁছে দেবার দায়িত্ব অবশ্যই ঐ স্বেচ্ছাসেবকের।

ভক্ত মন্দিরে যায় ভগবানকে ডাকতে। কিন্তু শুধুমাত্র দেবমন্দিরে ই ভগবান আছেন এই ধারণা ভ্রান্ত। ভগবানের অধিষ্ঠান সর্বত্র। এই জগৎ তাঁর সৃষ্টি। একটি পাথর এর মধ্যে তিনি। সদ্য মুকুলিত গাছের মধ্যেও তিনি। আকাশ, বাতাস, সূর্যালোক, ফুল, পাখি, মানুষ, পশু —সর্বত্র তাঁর অধিষ্ঠান। তবু ভক্ত দেবমন্দিরকে একটি বিশেষ স্থান বলে মনে করে। সে অন্যান্যদের সঙ্গে সেখানে সমবেত হয়। তার আকাঙ্ক্ষা দীর্ঘ সময় ধরে ভগবানের বিগ্রহকে দর্শন করা। পেছনের ভক্তকে সুযোগ দেবার ইচ্ছা তার কম। প্রসাদ গ্রহণে হুড়োহুড়ি, হোমের ফোটা, বিগ্রহকে নিবেদিত ফুল—এসব গ্রহণে তার সদা ব্যস্ততা অনেক সময় তাকে ভক্তের আসন থেকে বিচ্যুত করে বলে মনে হয়। ভক্ত অনেক সময় চতুরতা দেখায়। বাড়িতে রান্নার আয়োজন না করে অনক সময় দেবমন্দিরে প্রসাদ গ্রহণে তৎপর হয়ে ওঠে। অনেকসময় পুরাতন চটি বদল করে নতুন অথবা কিছুটা উন্নত মানের চটি দেবমন্দির থেকে জোগাড় করতে সে তৎপর হয়ে ওঠে। কিন্তু এ তো ভাবের ঘরে চুরি। মানুষ কি তবে এখানে ভক্তের অভিনয় করছে।

আবার কিছু ভক্ত প্রতিদিন দেবমন্দিরে ভোরবেলা পৌঁছে মালা গাঁথে, বিগ্রহের ভোগের জন্য সবজি, ফল ইত্যাদি নিখুঁত করে কাটে, বড় থালায় ভোগ নৈবেদ্য সাজিয়ে বিগ্রহকে অর্পণ করে। এই সব কাজ ঐ ভক্ত নিত্যদিন করে যাচ্ছে খুব নিষ্ঠা সহকারে দেবমন্দির পরিষ্কার রাখা, এমন কি একটা শুকনো পাতা পড়ে সকলে সেটা তুলে দিয়ে মন্দির চত্বর পরিষ্কার রাখা এসব কাজ ও ভক্ত করে। পূজা অর্চনার পরে ফুল, মালা এবং অন্যান্য পূজার সামগ্রী সে আবর্জনার স্তূপে ফেলে দিয়ে মন্দির চত্বর পরিষ্কার রাখে। এইভাবে একজন ভক্ত অন্য একজন ভক্তের কাছে এই দেবমন্দির ব্যবহারের উপযোগী করে তোলে। অন্যের মনে ভক্তি জাগ্রত করতে সে তৎপর হয়ে ওঠে।

ক্রমে ভক্ত চিন্তা করতে থাকে সে কাকে তুষ্ট করার জন্য দেবমন্দিরে কাজ করছে। সে জানে না। দেবমন্দিরে যেতে যেতে সেখানে কাজ করতে করতে, ভগবৎ কথা শ্রবণ করতে করতে—সে একটু অন্য মনস্ক হয়ে ওঠে। সে চিন্তা করে তারনিজ ভুল ত্রুটি সম্পর্কে. তার দুর্বলতা, কাপুরুষতা তাকে লজ্জিত করে। সে ক্রমশঃ বুঝতে পারে সে বৃথাই এই ভূমণ্ডলে ঘুরে বেড়িয়েছে। সে ভক্ত হবার চেষ্টা করেছে মাত্র। কিন্তু ভক্ত হয়ে ওঠা তার হয়নি। সে সৎ হবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সৎ হয়ে ওঠা এখনও তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই ভক্ত চেষ্টা করে মনকে নিয়ন্ত্রণ করে ভক্তিরসে সমৃদ্ধ করতে এবং প্রকৃত ভক্ত হয়ে উঠতে এবং আনন্দ উপেভোগ করতে।

—ঃঃ—

যাত্রাপথ

সনৎ সেন (পণ্ডিচেরি)

এক জীবন থেকে আর-এক জীবন
সেও এক ধারাবাহিকতা
প্রবাহিত সময়ের রূপান্তর
কালের প্রবাহে এগিয়ে যাওয়া
পরিসমাপ্তির পথে
শরীর মন আর বিশ্বাস গভীর আস্থায়
হৃদয়ের অন্তস্থলে প্রদীপ্ত অনির্বাণ
আলোটুকু নিয়ে ঐ যাত্রাপথ

এরই শেষই বা কোথায়
রক্তমাংসের নশ্বর আধার থেকে
আর-এক আধার আর-এক দেহ
নশ্বর থেকে অবিনশ্বরের পথে
কতশত বিসর্জন কতশত আহরণ
মহামুক্তির দিব্যজ্যোতির আশায়
অপেক্ষায় এক একটি জন্ম আর জীবন
হাজার বছর।

—ঃঃ—

শুধু সমর্পণই অন্ধ তমসা মুক্ত করে

মানবেন্দ্র ঠাকুর

হে সুর্যসদৃশ তেজস্বী ঋষি গণ বলেন, আপনাদের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে আমি যথা সাধ্য আপনাদের নিকট ভগবানের লীলা কথা বর্ণনা করছি। পক্ষিকুল যেমন তাদের শক্তি অনুযায়ী অনন্ত গগনে বিচরণ করে। সেইরূপ পণ্ডিত ব্যক্তিও তাঁর জ্ঞানানুসারে শ্রোতার নিকট অনন্ত গুণময় ভগবানের লীলাকথা পরিবেশন করেন। একদা রাজা পরীক্ষিত মৃগয়ার উদ্দেশ্যে অরণ্যে গমন করে মৃগের পশ্চাতে ধাবিত হয়ে এক সময় অত্যন্ত পরিশ্রান্ত। ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত হয়ে জলাশয় দেখতে না পেয়ে এক আশ্রমে প্রবেশ করলেন। সেখানে তিনি এক শান্ত, ধ্যাননিমিলিত নেত্র মুনিকে দেখতে পেলেন।" বিক্ষিপ্ত মনের অধিকারী তখন পরীক্ষিত। উত্তর না পেয়ে বাণ নিক্ষেপ করে ঋষিহত্যা করলেন। এরই পরিণতিতে আসলো তার মৃত্যুর আহ্বান। শ্রীমৎ ভাগবৎ শ্রবণ করে ঐ পাপ মোচন প্রয়াস থেকেই শুকদেব গোস্বামীর কাছ থেকে শ্রীমৎ ভগবৎ উপহার পেল জগৎ। ভক্তির পরিপূর্ণ আকর পেল পৃথিবী।

সাধন বৈচিত্র্যে সাধনার পর্বগুলির মধ্যে 'সমর্পণ' হচ্ছে চতুর্থ পর্ব। ব্রহ্মজ্ঞানী রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের রচিত গ্রন্থ 'বেদ বিজ্ঞানের গভীরে তত্ত্বে, প্রকাশে' বর্ণিত আছে। সে বর্ণনায় আমরা 'সাধনার চতুর্থ পর্ব, সমর্পণ' সম্বন্ধে বিশদ বিররণ পেয়েছি এইভাবে যে "অনুরাগের গাঢ়তায় সাধক এখন আত্মবিলোপ ও আত্মসমর্পণে প্রস্তুত। সমর্পণেই সাধনার পরিণতি। সমর্পণের আহ্বান জানিয়ে অর্জুনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভাগবৎগীতায় বলেছেন ঃ

যৎ করোষি যৎঅশ্নাসি যৎ জুহোষি দদাসি যৎ
যৎ তপস্যাসি কৌন্তেয় তৎ কুরুস্ব মৎ অর্পণম। (গীতা-৯/২৭)

(হে কুন্তিপুত্র, যা কিছু কর্মকর, যা কিছু ভোজন কর, যা কিছু যজ্ঞাদি কর, যা কিছু দান কর, যা কিছু তপস্যা কর, সে সবই আমাকে অর্পণ করে করবে)।

সমর্পণের প্রয়াস ও উদ্যোগের প্রেক্ষিত হলভক্তি। অনুরাগ গাঢ় হলেই ভক্তি বা জ্ঞান ও গাঢ়ত্ব প্রাপ্ত হয়। ভক্তের দৃষ্টিতে ভক্তিই এ পথের সার। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বরূপ প্রদর্শের পরই অর্জুনকে বলেছিলেন যে বিশ্বরূপ অর্জুন দেখলেন তা দেবতাদেরও দুর্লভ দর্শনে। বেদাদি শাস্ত্র চর্চার দ্বারাবা পুজাদি কর্মের দ্বারা এইরূপ দর্শন সম্ভাবনা। এটি ভক্তির ধন। অনন্যা ভক্তির অধিগম্য বিশ্বরূপ দর্শন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেনঃ

ভক্ত্যা তু অনন্যয়া শক্যঃ অহম্ এবং বিধঃ অর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ।। (গীতা-১১/৫৪)

(হে অর্জুন, আমার এই বিশ্বরূপ দর্শন, আমাতে একীভূত হতেও তত্ত্বত আমাকে জানতে হলে অনন্যা ভক্তির প্রয়োজন।)

অনন্যা ভক্তির দ্বারাই ভগবানের উপলব্ধি লাভ তাঁকে দর্শন ও লাভ করা যায়। অনন্যা ভক্তি থেকেই ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞানের উন্মেষ ঘটে। অনন্যা ভক্তি ব্রহ্মজ্ঞানের পথ। শ্রীমদ্‌ভাগবৎ গীতা ভক্তির ও জ্ঞানের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য বিধান করতে চেয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ভক্তির সোপানেই আসে সমর্পণ। তখন শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনিই কর্ণে প্রবেশ করে আর কোন ধ্বনিই শ্রবণে আসে না। এখন চোখ শুধু তাঁকেই দেখে, কান শুধু তাঁরই কথা শোনে। বাক শুধু তাঁর কথাই বলে। সমস্ত তনু, মন প্রাণ নিয়েই সাধক তাঁর কাছে ছুটে চলেন সমর্পণের আত্মহারা দুর্বার গতিতে। উজাড় করে নিজেকে বিলিয়ে দিতে চান। সাধক এখন বিলীন হয়ে যেতে চান ব্রহ্ম সমুদ্রে। ভক্ত নিজেকে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে মেলে ধরেন তাঁর ইষ্টের সেবায়, ইষ্টের তৃপ্তি মানসে। ভক্ত তাঁর আকারটির অস্তিত্ব বজায় রাখেন শুধুমাত্র তাঁর সেবার জন্য। ভক্তের মেলে দেওয়া সেবার ডালি তাঁর পরম প্রিয়। তাই তিনি আহ্বান ধ্বনি দিয়ে ভক্তকে আকর্ষণ করেন। ভাগবত এরকমই বর্ণনা দিয়েছেন রাসলীলার সময়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির আহ্বানে গোপীজনের ছুটে যাওয়াকে। বাঁশী বাজছে যে গোপীদের হৃদয় কন্দরে, তাঁর সেইআহ্বানেই গোপী ছুটে চলেছেন কৃষ্ণের অভিমুখে।

নিশম্য গীতং তৎ-অনঙ্গ বর্দ্ধনম্
ব্রজাস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ।

আজগ্মুঃ অন্যোনং অলক্ষিত উদমা।
স যত্র-কান্তো জবলোলকুণ্ডলাঃ।।

(শিহরণ জাগানো বংশীগীত শুনে ব্রজবাসিনীগণ পরস্পরের অলক্ষ্যেই উদ্দাম গতিতে আন্দোলিত আভরণ শরীরে কৃষ্ণপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে ছুটে গেলেন।)

ব্রজ গোপীরা এখন দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান শূন্য। এঁদের দেহ বোধ উধাও। উবে গেছে সমাজ, সংসার আর বৃহত্তর জগৎ। এঁরা শুধুমাত্র কৃষ্ণকেই জানেন ও মানেন। তাই কৃষ্ণ মিলনই এঁদের প্রথম কাজ। কৃষ্ণ মিলনে যে কৃষ্ণসেবা সম্ভব হবে একমাত্র সেই বোধটিই জাগ্রত চেতনায় রয়েছে। গোপীজনদের কৃষ্ণভাব সার এঁদের জীবনে। কৃষ্ণ তৃপ্তিই এঁদের একমাত্র কাম্য ও লক্ষ্য। কৃষ্ণের জন্যই এঁরা সকলে সমর্পিত প্রাণ। কৃষ্ণের তৃপ্তি ও স্ফুর্তি এঁদের সর্বোত্তম সম্পদ ও আনন্দ। কৃষ্ণ সেবায় এভাবে তপের গোপীজন স্ব স্ব জীবনের কোন ও আঙিনাতেই দায়বদ্ধ নন। এঁরা সমর্পিত প্রাণ। কৃষ্ণের সুখের জন্য এঁরা নিজেদেরকে করেছেন পূর্ণ সমর্পণ। এই সমর্পণই তাঁদের সাধন নিবেদন। সমর্পণের পথেই এঁদের অন্তিম সিদ্ধি। গোপীদের অন্তিম সিদ্ধি কৃষ্ণপ্রাপ্তি কৃষ্ণপরিষেবা এবং কৃষ্ণবিলাস। এই প্রাপ্তির কোথাও নিজ অহংজাত কামনার ঠাঁই নেই। তাই গোপীদের সাধন পর্বটি কামনাবিহীন পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন। এটি সমর্পণের পরিণতি। ভক্তের পক্ষে যেমন সমর্পণ জরুরী, তেমনি জ্ঞানীর পক্ষেও। ভক্তের কাছে সমর্পণের পাত্র রূপধারী ভগবান। গোপীজনমনবল্লভ কৃষ্ণসুন্দরের কাছে গোপীগণ সমর্পিত। ব্রজগোপীরা নিরন্তর কৃষ্ণধ্যানেই রত। কৃষ্ণধ্যান, কৃষ্ণজ্ঞানই-এঁদের সর্বস্ব। 'কানু বিনা গীত নাই' -কৃষ্ণ বিনা গোপীদের নেই আর কোন ভালবাসার পাত্র, সমর্পণের ক্ষেত্র। তাই তারা সব পরিত্যাগ করেই ছুটে চলেছেন। কোন গোপী ব্যস্ত ছিলেন রান্নার কাজে, ঘর-গৃহস্থলীর কাজে, কৃষ্ণের বাঁশী শুনেই ছুটলেন, যে কাজটি যে অবস্থায় ছিল সেটিকে সে অবস্থায় রেখে ছুটলেন। রান্নার খুন্তি হাতে ছুটেছেন গোপী। কোন গোপী শিশুকে খাওয়াছিলেন, ছুটলেন সেই অবস্থাতেই। কেউ বা স্বামী সেবায় ব্যস্ত ছিলেন। কৃষ্ণের বাঁশীর ডাক কোন কাজ বা অবস্থায় গোপীদের সংযত করতে পারেনি। এঁরা সকলেই ছুটেছেন বংশীধ্বনি অনুসরণ করে কৃষ্ণ পানে। আত্মহারা প্রেমে গোপীরা ছুটেছেন কৃষ্ণবহ্নিতে নিজ সত্তার সমর্পণ মানসে।

ভক্তের এই সুবিধাটি রয়েছে। ভগবান বিগ্রহবান হয়ে তাঁর সঙ্গে লীলার্থী, তিনি স্বয়ংই আহ্বানটি করছেন। জ্ঞানীর পক্ষে আহ্বানটি একটি অনাহত ডাক। জ্ঞানী তাঁর হৃদয় কন্দরের অতল গহ্বরে তাঁকে দেখেন। দেখেন সেই নিবাত-নিস্কম্প দীপশিখা হৃদয় গুহার ঘনান্ধকারকে দীপ্ত আলোয় করেছেন উদ্ভাসিত। জ্ঞানীর দিক বিচার, বস্থা বা অবস্থান বিচার চলে যায়। তিনি এখন এই দীপশিখার আলো ও অগ্নিতে হতে চান নিবেদিত। জ্ঞানীর প্রজ্ঞা ভাস্বর স্বত্ত্বাটি এখন শুধু পরব্রহ্মের ভাব ধ্যানে নিরত রয়েছেন। গভীর ধ্যান নিমগ্ন জ্ঞানী তাঁর প্রজ্ঞায়, চৈতন্য দীপ্তির তাঁর সাহচর্য করে চলেছেন। জ্ঞানীর জগৎটি এখন ঐ সচ্চিদানন্দই সব হয়েছেন। তিনি সবই হয়েও আবার সবকিছুরই অগম্য রয়ে গেছেন। তাঁকে তাঁর আলোয় দেখতে হয়। সেই জন্যই চাই ষট্‌চক্রভেদ, চাই সাধনার প্রখরতা, চাই অনুরাগের গাঢ়তা। তাঁর দীপ্তিকে চিনে নেওয়া, বুঝে নেওয়ার জন্য চাই তাঁর উপলব্ধির ফল্গুধারা। উপনিষদ বলছেনঃ

ন তত্র সুর্যোভাতি ন চন্দ্র তারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতো অয়ম্ অগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।।

(সুর্য তাঁকে প্রকাশ্য করতে পারে না। তারকারাজি ও চন্দ্রের দীপ্তিও তাঁর কাছে পৌঁছায় না, বিদ্যুৎ তাঁকে বিভাসিত করতে পারে না, ক্ষুদ্র অগ্নিরই সাধ্য করতটুকু। তিনি স্বয়ং দীপ্যমান। তাঁরই দীপ্তিতে আবিশ্ব উদ্ভাসিত হয়।)

জ্ঞানীর প্রশান্ত প্রজ্ঞায় ভাস্বর হয়ে ওঠে ব্রহ্মের প্রকাশরূপ। তিনি হৃদয়ে জ্ঞানের উন্মেষ ঘটাতে তৎপর হন। ব্রহ্মানুভবের দীপ্তিতে জ্ঞানী এখন সচেষ্ট হন তাঁর স্বাতন্ত্র্যের পরিসমাপ্তিতে। জ্ঞানী সাধক এখন সমাহিত চিত্তে ব্রহ্মভাবে ভরপুর হয়ে রয়েছেন। তাঁর দৃষ্টিতে এখন সকলই ব্রহ্মময়। তাই মধুময়, আনন্দময় সত্তার আনন্দ বিলাসের তনু হয়ে ওঠে সাধকের অস্তিত্বটি। সাধক এখন পূর্ণ সমাহিত সমর্পিত। এঁর সাতন্ত্র্য এখন লুপ্ত। সাধকের অস্তিত্বটি আকার মাত্র। এঁর আলাদা পরিচয় রয়েছে নাম মাত্র। সাধক পুর্ণজ্ঞানে ভাস্বর হয়ে ব্রহ্মে সমর্পিত হয়েছেন। এখন যা কিছু জগৎ কর্ম তাঁর রয়েছে সেটি যেন অপ্রয়াসজাত অনায়াস সম্ভুত, সাধক আর কিছু জানেন না। ব্রহ্মভাবই তাঁর সার। হনুমানজি যেমন বলেছিলেন, বার, তিথি, নক্ষত্র, জানি না, জানি শুধুই রাম্। সাধকের প্রজ্ঞায় আর কিছুই নেই আছেন শুধুই ব্রহ্ম।

বাহ্য প্রকৃতি এবং পরিষেবা সাধককে প্রভাবিত করতে পারে না। বাহ্য প্রকৃতি ও পরিবেশের জন্য যে আন্তর সহযোগ প্রয়োজন সাধক তা দেন না। সহযোগ ততটুকুই আসে সাধকের কাছ থেকে যা ভাগবতী জীবনের অনুজ! সাধক এখন ভাগবতী জীবনের ব্রতী। জড় জগতের কাছে তাঁর কিছুই নেই প্রাপ্তির বা অপ্রাপ্তির। সাধক সব চাওয়া পাওয়ার অতীত এক জীবন যাপন করছেন এখন। সে সব চাওয়া পাওয়া স্বাভাবিক জীবন, সাধক তার থেকেও বহু দূরে অবস্থান করছেন! তাঁর আর কিছু হওয়ারও নেই। তাই হওয়ার জন্যও তাঁর নেই কোন প্রেরণা বা অনুশোচনা। তীব্র যন্ত্রণা ক্লিষ্ট দেহে ও তাঁর অনন্য ভগবৎ তন্ময়তা বিরাজ করে। তিনি এক অখণ্ড যোগে বৃত। এ জীবনের এটি প্রতিচ্ছবি। সাধক ব্রহ্মময় জীবনের অধিকারী। ব্রহ্মই তাঁকে সেন আরেষ্টন করে সমগ্র ভাবকে করেছেন ব্রহ্মভাবে ব্রহ্মই তাঁকে যেন সাধক এমন সম্পূর্ণ নিবেদিত একটি প্রাণ।

এই অবস্থায় তাঁর ভাবটি এরকম-নিজে কিছুই জানে না। পারেন না, করেন না। তীব্র কর্মপ্রবাহের মধ্যে থেকেও তিনি কর্মে লিপ্ত নন। তিনি সর্বটাই সঁপে দিয়েছেন। তাই সবসময়েই ভগবৎ ইচ্ছার অধীন তিনি। তাঁর ভালো বা মন্দ বলতে যেন কিছুই নেই। তিনি না চান ভালো না মন্দ। ভালো মন্দের অতীত তিনি। সবটাই ভগবানের ইচ্ছার দ্বারা চালিত। সাধকের জীবনে এখন পরম সত্য, পরম জ্ঞান মাখামাখি করে আছে এক অমূর্ত প্রাণ শরীরে। তিনি নিজে জীবনকে পরিচালনা করেন না, পরিচালিত হন। তাঁর জীবনে এই বিশ্বভূমিতেই ফুটে ওঠে দিব্য জীবনের দ্যোতনা। সমর্পিত প্রাণ সাধক প্রকৃতই দিব্য জীবনের অধিকারী।

সাধন বৈচিত্র্যঃ ভক্ত, যোগী বা জ্ঞানীর সাধন পথ অভিজ্ঞতায় পূর্ণ। প্রত্যেকেরই অভিজ্ঞতার মধ্যে ফুটে তাঁর নিজস্বতা। সাধন পত্র যেমন ব্যক্তির রুচি বৈচিত্র্যের জন্য বিভিন্ন হয়। তেমনি সাধন লভ্য-অভিজ্ঞতাও হয় ভিন্ন। প্রত্যেকের অবিজ্ঞতার স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। ভক্ত, জ্ঞানী, যোগী প্রত্যেকেই নিজ নিজ সাধন মার্গের স্বতন্ত্র ধারায় অভিজ্ঞতায় বিধৃত। তাই সাধনজাত উপলব্ধিও বিভিন্ন।

পথ বা ধারা যেটিই হোক না কেন সাধনার পথে অগ্রসর হয়ে সকলেই এক একটি বিশিষ্টতা এনে দেবে সাধন পর্বে। সাধনের অনুকূল বাতাবরণ এর ফলে তৈরি হবে। ব্যক্তির অন্তর্জগতে জাগরণ ও চৈতন্য প্রবাহ এখন বাইরের জগৎ এবং সমাজকেও প্রভাবিত, পল্লবিত করবে। সব সাধন পথ ও অভিজ্ঞতাই মূল্যবান। সব সাধন পথ ও অভিজ্ঞতারই মিলিত ফসল একটি সাধন ঐতিহ্য বা পরম্পরা। সাধন ঐতিহ্য ও পরম্পরায় বৃত ভাগবতী পরিবেশই সাধন সম্পদকে প্রসারিত করে।

বৈচিত্র্য যেমন সাধকের অন্তর সংস্কার বা প্রকৃতি থেকে আসে অথবা তত্ত্বধারায় আসে, তেমনি আসে প্রত্যেকেরই নিজ নিজ অভিজ্ঞতার নিরিখে। সাধন বৈচিত্র্য, সাধনার ধারাগুলির মধ্যে সংঘাতের সম্পর্ক আনে না। তেমনি সমগ্রতায় বিধৃত হতে পারে প্রতিটি ধারা। প্রকৃত ভগবৎ অভিজ্ঞতার অধিকারী সাধকের কাছে মার্গের গুরুত্ব থাকে না। এর দৃষ্টিতে রয়েছে শুধুই ব্রহ্ম, ভগবান বা ইষ্ট। পথের সমর প্রক্রিয়ার অতীত ইনি। সাধনসিদ্ধি সাধন সমগ্রতার বোধ সকলের জন্যই এনে দেয়। ভাগবতী অভিজ্ঞতার আলোকেই জেনে নিতে হবে সাধন ও সাধ্য একই সত্যেরই দুটি প্রতিফলন। একই ফলের দুটি পার্শ্ব। সাধ্য ও সাধনের অবিনাভূত-অবস্থায় বৈচিত্র্যে প্রকৃত রূপটি ফুটে ওঠে।"

জয়মা-জয়মা-জয়মা

—ঃঃ—

শ্রীঅনির্বাণের শ্রীঅরবিন্দ ভাবনা ও আকাশদীপ্তি

আশুরঞ্জন দেবনাথ

শ্রীঅরবিন্দ দর্শনের সঙ্গে শ্রীনিগমানন্দের জীবন দর্শনের যে গভীর যোগ ছিল, শ্রীঅনির্বাণ-বাংলার সাধনায় নিগমানন্দ গ্রন্থের উপসংহারে তারই বিবরণ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

অরবিন্দ-দর্শনের মূল সূত্র হল—

(১) সাধনা ও সিদ্ধির লক্ষ্য শুধু আত্মমুক্তি নয়, সমষ্টির মুক্তি। বিশ্বজগতে অতিমানস রূপান্তরই অধ্যাত্মসাধনার পরম সাধ্য।

(২) বিশ্বজগতে রূপান্তর ঘটানো সম্ভব কিনা এ প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু এ যে, অসম্ভব নয়, প্রকৃতিপরিণামের পর্বগুলি বিচার করলেই তা ধরা পড়ে।

(৩) কাজটি সহজসাধ্য নয় নিশ্চয়ই। কিন্তু এ-কাজে ব্রহ্মশক্তি সাধকের সহায় হবেন। অরবিন্দ-দর্শনে তাঁর অভিধা অতিমানস (super -mind)।

(৪) এতকাল আমাদের সাধনায় জগদ্ধিত ছিল আত্মমুক্তির উপসর্গ (by-product) । অরবিন্দ -দর্শনে জগদ্ধিতের জন্যই তপস্যা; সে-তপস্যা পরমপুরুষ সৃষ্টির আদি হতেই করে চলেছেন। আমাকে তাঁর সে- তপস্যার শরিক হতে হবে। জীবে-জীবে এটির অনুস্মৃতি যিনি বহন করে চলেছেন তিনিই জীবের অন্তরাত্মা—শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় চৈত্যপুরুষ (Psychic-Being) কিন্তু চৈত্য-পুরুষের স্ফুরণেই সাধকের পরম পরিণাম সিদ্ধ হয় না। চৈত্য-পুরুষ বিজ্ঞানঘন-পুরুষে রূপান্তরিত হলে তবেই সাধনার পারম্য।

(৫) সমষ্টিগত অতিমানস-রূপান্তরের মূলে আছেন ব্যক্তি। চিরকাল সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রগতি রূপ ধরেছে এক-একটি প্রবুদ্ধ হৃদয়ের আকৃতিতে। ব্যক্তিকে ধরেই বিশ্বচেতনা বিস্ফারিত হয়। বিজ্ঞানঘন-পুরুষকে আশ্রয় করে গড়ে উঠবে দিব্য সঙ্ঘ। তার মাধ্যম ধীরে ধীরে ব্রহ্মের অতিমানস চেতনা (supramental consciousness) বিশ্বে সংক্রামিত হবে। এ-ই মানবজীবনের ভবিষ্যপুরাণ।

এ-লক্ষ্য সামনে রেখে যে-সাধনা। তা-ই শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণযোগ। ব্যক্তিকে নিমিত্ত করে এ-যোগ একদিন বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়বে—সমাজ হবে যোগীর সমাজ।

জড়ের অতিমানস রূপান্তরই এ-সাধনার লক্ষ্য বলে দেহ-প্রাণ-মন প্রত্যেকটির পরিমার্জন এবং আপ্যায়ন গোড়া হতে এ-সাধনার সার কথা। আমাদের দেহ জড়, প্রাণ বিকারগ্রস্ত, মন অবিদ্যাকবলিত। প্রাচীন রাজযোগে পুরুষ কি করে এদের থেকে আলাদা হয়ে যেতে পারেন তার সঙ্কেত দেওয়া আছে। কিন্তু পূর্ণযোগী তো দেহ-প্রাণ-মনকে উপেক্ষা করতে রাজী নন। তবে উপায়? গীতাতেই ছিল—'তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত'।

একান্ত শরণাগতির উপাদানে সাধনার ভিত পাকা করে নিয়ে কর্ম জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়ে দেহ-মন-প্রাণের আমূল রূপান্তর ঘটিয়ে জড় আধারকে চিন্ময়ী মহাশক্তির প্রবেগ ধারণের উপযুক্ত করে তুলতে হবে। তারপর সাধকের আর করার কিছু থাকবে না। তখন 'যা করানোর মা-ই করিয়ে নেবেন।'

শরণাগতি 'আদাবন্তে চ'। গীতায় আমরা শরণাগতির শুদ্ধরূপ দেখেছি। তার মূলে কিন্তু জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি। যাঁর শরণ নিয়ে নির্দ্বিধায় নিজের অহংকে বলি দেব, তাঁর পরিচয় কিছুটা অন্তত জানা চাই। 'বালকের বিশ্বাস' দৈবী সম্পদ। ক'জন তা পায়? আর পেলেও মূলে জ্ঞান না থাকলে তা ধোপে টেকে না। শ্রীঅরবিন্দ তাই ব্রহ্ম জীব ও জগতের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়ে সাধনাকে এক দৃঢ়মূল দর্শনর উপরে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

পুরুষোত্তমরূপে যিনি প্রকৃতির উপদ্রষ্টা অনুমন্তা ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বর, তিনিই পূর্ণযোগীর জীবনদেবতা। তাঁর সাধর্ম্যলাভই সাধ্যাবধি। এই পুরুষোত্তমতত্ত্বই বলতে গেলে অরবিন্দ-দর্শনের সর্বস্ব।

পুরুষোত্তম ক্ষর এবং অক্ষর উভয়েরই বিধর্তা। তাঁকে জানলেই জানি ব্রহ্ম পর ও অবর দুই-ই। বেদান্তীর নির্গুণ ব্রহ্মবাদ সত্য—শক্তি তখন নিমেষিতা। কিন্তু শক্তির উন্মেষে পাই সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহকে।

জ্ঞানের পর বিজ্ঞান। দুধের নাম শুনে মন টানে। দুধ দেখি—এ হল জ্ঞান। তারপর দুধ খেয়ে গায়ে বল করি—এ-ই বিজ্ঞান। বিজ্ঞানভূমিতে সচ্চিদানন্দঘনকে বিগ্রহে পাই—সৎ চিৎ আনন্দ ও শক্তি একাধারে উপলব্ধ হয়। সাধক তখন নিজেও সেই-ময় হয়ে যান। 'ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মৈব ভবতি'—এ কিন্তু চৈতন্যপক্ষে ঐক্য। শ্রীঅরবিন্দ বলছেন, শুধু তা কেন? মহেশ্বরকে পেয়ে মানুষও মহেশ্বর হবে। মাহেশ্বর্যেই পূর্ণযোগের পর্যবসান।

শ্রীনিগমানন্দের জীবনাদর্শের সঙ্গে এ-দর্শনের যোগ অত্যন্ত গভীর। জীব ব্রহ্ম হবে; হবে, সে যে নিত্যজীব এই বোধের জোরে। হৃদয়ে এই নিত্যজীবের উদ্‌বোধনই শ্রীনিগমানন্দের 'চৈতন্য-সমাধি'। তাতে প্রাণ-মণের নিরোধ নিষ্প্রয়োজন। সর্বেন্দ্রিয়-আপ্যায়ন ব্রহ্মসংস্পর্শজনিত আবেশে দেহ-প্রাণ-মনের স্বচ্ছন্দ রূপান্তর তার পরিণাম। আর সেই সত্ত্বতনু জীবের একমাত্র আকৃতি, জীবন-দেবতার জগৎ-সংসারকে আনন্দ-বৃন্দাবনে পরিণত করা। তার 'মনের মানুষ' তার গুরু, এ-ব্রতে তার দিশারী। তাঁকে কেন্দ্র করে শক্তিশালী এক সঙ্ঘ ওই দিব্যস্বপ্নের কল্পনাকে অহোরাত্র সংক্রামিত করবে বিশ্বের মর্মমূলে। (১৭)

" *** *** তখন বুঝবে,কিছু করা বা পাওয়ার চাইতে হওয়াটাই বড়। আর সে হওয়া শেষ পর্যন্ত আকাশ হওয়া। নির্বর্ণ। *** *** "

*** *** ***

" *** *** আকাশ ভাবনায় প্রথম-প্রথম আকাশ দেখে খুশী হতে শিখতে হবে। আকাশ শান্ত, উজ্জ্বল, প্রথম—এ যেন ব্রহ্মের

সৎ-চিৎ-আনন্দের প্রতীক। আকাশই যেন ব্রহ্মের দৃশ্য রূপ। এই ভাবগুলি ধারণা করতে পারলে মনে আকাশের গুণ ফুটতে থাকে। নিজেকেতখন শান্ত উজ্জ্বল ও প্রসন্ন বলে বোধ হয়। তখন আমার অন্তরে বাইরে আকাশ। আমি আকাশে ছড়িয়ে পড়ছি— এই ভাবগুলি আসতে থাকে। তাকেই বলি আকাশ-ভাবনা।"

*** *** ***

" *** *** আকাশ প্রথমটা শূন্যতা একটা নীরন্ধ্র অন্ধকার— যেন সতীর বিলোপ তারপর ভোরের আলো ফোটার মত তিনি ফোটেন— সবিতারূপে বা সাবিত্রীরূপে। যেমন চাও। ***"

"*** *** যত ফাঁকা হতে পারবে, ততই ভরে উঠবে। চরম শূন্যতা হতেই চরম পূর্ণতা। যিনি শূন্যতম তিনিই পূর্ণতম।"

*** *** ***

" *** *** চিত্তকে শূন্য না করলে চিন্ময়ীর ভাব ধারণা করা যায় না। সেজন্যই শূন্যের সাধনা— আকাশে মানসীকে প্রতিষ্ঠিত করবার সাধনা। শূন্যের মধ্যে ভগবানই মানসী হয়ে আসবেন। তুমি শিব হয়ে যাবে। মানসী হবে তোমার গৌরী। এই গৌরীকে যে দিন পাবে, সেদিন দেখবে মৃন্ময়ী মানসী আপনা থেকেই আড়াল হয়ে গেছে। *** ***"

*** *** ***

" *** *** মাথার উপর আকাশ আছে— তাকে তো কেউ কেড়ে পিতে পারবে না। বাইরের আকাশকে হৃদয়ে টেনে আনা যায় সব জায়গায়—তাতেই শান্তি, জ্যোতি আর আনন্দ ***"

*** *** ***

" *** *** বস্তুতে পাওয়ার চাইতে ভাবে পাওয়া বড়, বস্তুতে পেয়ে যদি কেউ ভাবেও না পায়, তাহলে যে পাওয়া ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। আর বস্তুতে না পেলেও কেউ ভাবে ভাবে যদি পায়, তাহলে তা তাকে ভগবান পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে। বস্তুতে আর ভাবে যুগপৎ পেলে তার আর তুলনা নাই। *** ***

আকাশ আর আলো ওতপ্রোত—যেমন এই হেমন্তের নির্মেঘ মাধ্যন্দিন আকাশ। এখন মনে হচ্ছে বটে, যেন দুটিতে পর্যায়ক্রমে পাচ্ছে। কিছুদিন পরে দেখবে, একটির পিছন থেকে আরেকটি উঁকি দিচ্ছে। তারপর দুটোর কোনটাই থাকবে না —থাকবে একটা চিন্ময় বোধমাত্র। যেটা আপনি আসবে। *** ***"

*** *** ***

" *** বস্তু ভাব শক্তি— সব চৈতন্যের প্রকারভেদ মাত্র। একই চৈতন্য যুগপৎ বস্তু, তার মূলে ভাব, আবার তার মূলে শক্তি—যেমন ছড়িয়ে আছে বিশ্বময়-তেমনি গুটিয়ে আছে বীজে ওঙ্কারে— ব্রহ্মবীজে—আমার চেতনার পরিস্পন্দে। আমি ওম্ —ওম্—ওম্।

*** *** ***

" বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে নিজকে ছড়িয়ে দিতে না পারলে চিত্ত প্রসন্ন হয় না, যোগও হয় না— যোগের কসরত হতে পারে বটে। আকাশ ভাবনা এই জন্য যোগীর পক্ষে অতি প্রশস্ত।"

*** *** ***

" *** *** বিশ্বের মূল ছন্দ হলে বৃহৎ হাওয়া— উপনিষদ যাকে বলেছেন ব্রহ্ম হওয়া। সবাই বৃহৎ হতে চাইছে। *** ***

বৃহৎ হওয়া মানে আকাশের মত হওয়া। সবার সঙ্গে আছি, সব কিছুকে গ্রহণ করছি। কিন্তু কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছি না, কিছুতেই বিচলিত হচ্ছি না, কোনও অন্ধতায় মূঢ় হচ্ছি না। এমনি করে নিজেকে আকাশের মত বিপুল, জ্যোতির্ময়, আনন্দময় প্রশান্তরূপে অনুভব করছি।

এই যে আকাশ, এই তাঁর সর্বোত্তম রূপ। আকাশে প্রতিষ্ঠিত থেকে তবে জগতে নেমে এস। জগৎকে সহজভাবে গ্রহণ কর উজ্জ্বল থাক, মোহগ্রস্ত হয়ো না। অলস হয়ো না, নিরানন্দ হয়ো না— বাইরের হাজার অভিঘাতেও না।

তুমি আকাশ হও, এই তাঁর ইচ্ছা। তুমিও সেই ইচ্ছাই কর। আর সমস্ত ক্ষুদ্র ইচ্ছাকে ওই বৃহৎ ইচ্ছার অনুর্গত কর।

এতেই পৌরুষ। এই করেই তুমি তোমাকে নতুন করে সৃষ্টি করতে পার। আর বিশ স্বরূপত তোমার এই সাধনারই অনুসূচক।"

*** *** ***

" আকাশভাবনা কর। আলো ঝলমল নির্মেঘ দুপুরের আকাশ। আবার ঘনান্ধকার রাতের আকাশ। এই দুটিই ঈশ্বরের গুরুর

এবং তোমার আত্মার স্বরূপ। আকাশে সব-কিছু আছে, কিন্তু তাতে কোনও দাগ পড়ে না, আকাশ কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে যায় না। তোমার মনও যখন আকাশের মত বিরাট, নির্জনে এবং নিরাসক্ত হবে, তখন তা শুদ্ধ হবে।" ***

" *** *** সাবিত্রীর ভাবনাটি যদি তোমার মনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তাহলে তার প্রাথমিক ফল হবে একটা শান্তি, চেতনার একটা স্বচ্ছতা এবং প্রসন্নতা। এগুলি মৌল ভাব। অভ্যাসে এদের স্থায়িত্ব আর তীব্রতা বাড়ে। তারজন্য অভীপ্সা থাকবে, কিন্তু ছট্‌ফটানি যেন না থাকে। কিংবা এমন না মনে হয় যে। কই কিছুই তো হচ্ছে না। তাহলে তাতে চিত্ত চঞ্চল হয়ে যেটুকু ভাব এসেছিল, তাও শিকড় মেলতে পারবে না। চারাগাছ লাগিয়ে তাকে নাড়াচাড়া করতে নাই। আর এসব ব্যাপার তাড়াহুড়োর নয়।

আর সাবিত্রী ভাবনা স্পষ্ট হতে পারে তোমার নিজস্ব আকাশ ভাবনায়। চিত্ত যদি আকাশের মত লঘু স্বচ্ছ এবং পরিব্যাপ্ত হয়, তাহলে তাতে আলোর প্রতিফলন হয় সহজে। অতএব আত্মভাবনা আর সাবিত্রী ভাবনা ওতপ্রোত—এটা যেন মনে থাকে।"

*** *** ***

" *** *** যত পার, কর্মের অবসানে ধ্যান তন্ময়তায় ডুবে যে——যেমন রাত্রে শুতে যাবার আগে, আবার ভোরে বিছানা ছাড়বার আগে। তারপর সেই তন্ময়তার স্মৃতিকে দিনের কর্মেও বহন করে চলো চেতনার পটভূমিকারূপে। এইভাবে চিত্ত আকাশবৎ হয়ে যাবে। সেই আকাশে তোমার দেবীকে পাবে—যেভাবে তুমি চাও। সে-পাওয়া আকাশ শরীরের অণু-পরমাণু দিয়ে পাওয়া। তাতে আসক্তি থাকে না।"

"জীবনে বাঁচতে হবে নিঃসঙ্গ হয়ে—যেন আকাশে একমাত্র সূর্যের মত তুমি আছ, তোমার চৈতন্যের আলোতেই বিশ্ব উদ্ভাসিত। এই বোধে সে আলোকে অনির্বাণ রাখতে হবে। তবেই শক্তি পাব। তখন কর্তব্য হতে কিছুতেই পিছু হটতে পারবে না। আর কর্মশেষে একদিন আমার মতই নিঃসঙ্গ হয়ে মরতে হবে। ওঠ, জাগো। ***"

[সম্পাদকের সংযোজন ঃ

আকাশবৎ ব্রহ্মতত্ত্ব কৃষ্ণ যজুর্বেদের ঋষি বৈশম্পায়নের। দহর বিদ্যা হল অন্তরে, হৃৎ কন্দরে, অস্তিত্বের সকল ক্ষুদ্র কণার মধ্যে আকাশবোধ একদিকে, আর অন্যদিকে আকাশ-অন্তরিক্ষ-মহাকাশ থেকে মহাব্যোম ব্রহ্ম সনাতনের ভূমার প্রকাশ।

আকাশ শরীরম্ ব্রহ্ম। সত্য আত্ম প্রাণারামম! মনঃ আনন্দম্।।। (তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ১/৭/২)

আকাশই ব্রহ্ম সনাতনের পরিচয় সূত্র। অনন্ত তিনি আকাশে সদা ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন তিনি। আবার স্বতঃই সব কণার অভ্যন্তরে অনুর বিস্তার পথে বিস্তৃত হয়ে রয়েছেন তিনি শূন্যের পরিচয়ে আকাশরূপে।]

—ঃঃ—

In Search of Cosmic Truth

—Prof. (Dr.) R. P. Banerjee

Satya Panthanam Mahamantram (SPM)

Om Visve Devah ayapyantu ekam
Tat Brahmah Sanatanam aurupam Sarvarupam.
Visvam characharam Bhuh Bhubah Swarlokam
Yah sthitam gatimayam bhi kalatitam
Yat sthanam vacham dhyanah murtam
Ekam Sachchidanandam audvitiyam
Tat eva birajitam hrit pundarikam
Bhumah hi kevalam tat pranamami. SPM - 1)

ॐ विश्वो देवा: आप्यायन्तु एकम् तत् ब्रह्म सनातनम् अरूपं सर्वरुपम्
विश्वं चराचरम् भु: भुव: स्वर्लोकम् य: स्थितम् गतिमयम् भि कालातीतम्
यत् स्थानम् वाचम् ध्यान मुर्तम् एकम् सच्चिदानन्दम् अद्वितीयम्
तत् एव विराजितम् हृत् पुण्डरीकम् भुमा: हि केवलम् तत् प्रणमामि।

[I bow to your holy presence all over and request your oneness to reveal
You are the Brahman, the supreme eternal in all forms and formless.

Your creation craves for your revelations on earth, sky and place of gods
You are constant in creation beyond the limits of time with dynamism.
Anything that pertains to the place, words and in meditative forms
Representing the absolute, get expressed through your truth, consciousness and bliss
You are present in the cave of hearts of all in this universe
In this infinite vast void, you exist all over except our consecration.]

Tvam eva Chidananda rupam
Visweshah viswarupam aurupam sada visvatmam
Viswa bandam karunadram tribhubanam
Raranam parinamam paritrahi nityam
Sada birajitam auntaram gahayam
Paramatmam ekam sachchidanandam
Pranamami tvam sada prajnanam
Bijam byaptam avipsayam paramatmam. (SPM - 2)
त्वं एव चिदानन्द रुपम् विश्वेश: विश्वरुपं अरुपं सदा विश्वात्मं
विश्व वन्दं करूणाद्रं त्रिभुवनं कारणं परिणामं परित्राहि नित्यं
सदा विराजितं अन्तर गुहायां परमात्मम् एकं सच्चिदानन्दम्
प्रणमामि त्वं सदा प्रज्ञानं वीजम् व्याप्तम् अभीप्सायां परमात्मनं।
[You reveal yourself as the consciousness, blissful as ever
Lord of the entire cosmos, you reveal yourself in the formless soul of universe
You are always worshipped by all three worlds responding in compassion
You are the root cause of all action's destiny be protecting humans
Always remain vibrant inside the cave of heart of individuals
Oh, the lord of all creation reveals your eternal identity of Bliss
You are the divine wisdom, please accept our consecration.
The divine seed of creation be transmitted to fulfil the urge to transform.]

Pranam hridayam yat karomi
Manasa pratim jagat vyapinae karya Karanam
Yat shrinuyami yat pashyami
Yat vakyam badishyami etat sarvam
Nityam characharam yat chintayan
Jagat vyapritam kripayam tat idam sarvam
Etat tat pranamami manasa pranakaya
Sada Aatmani samarpayami tat auksharani. (SPM - 3)
प्राणं हृदयं यत् करोमि मानस प्रतिम् जगत् व्यपिने कार्य—कारणम्
यत् शृणुयामि यत् पश्यामि यत् वाक्यम् वदिष्यामि एतत् सर्वम्
नित्यं चराचरम् यत् चिन्तयन् जगत् व्यापृतं कृपायां तत् इदम् सर्वम्
एतत् तत् प्रणमामि मानस प्राणकाय सदा आत्मानि समर्पयामि तत् अक्षरम्।
[Whatever I tend to do with my vital energy motivated by heart
Develop the mental framework for the actions that supports the cosmos.
Whatever I keep on listening to whatever I get blessed views of
Whatever words I tend to utter for life, I consecrate all of these.
With your grace I get spread to the universe in mind and consciousness
Your grace makes me realize Your omnipresence always everywhere.

I offer my conscious regard to your cosmic form as visualized by mind
Formless absolute you are, allow me to dedicate to you this conscious being.]

Viswa rupam tvam jagat palinam
Viswa matrikam Jagat udhata prema aabritam
Etat ananta shaktim Anantam karunayam
Sarva aadharam birajitam viswa jananim
Tvam hi paramatmanam Brahmamayim
Prasida tvam visveshari jagatanam
Jivakutam nibedayami tvam divya jananim. (SPM - 4)

विश्वरुपं त्वं जगत् पालिनं विश्वमातृकां जगत् उद्भव प्रेम आवृतम्
एतत् अनन्त शक्तिं अनन्तं कतरुणायाम् सर्व आधारं विराजितं विश्वजननीं
त्वं हि परमात्मानम् ब्रह्ममयीं दिव्य जननीं देवतानां मनुष्याणां मानवेतरं
प्रसीद त्वं विश्वेश्वरी जगतानां जीवकूटं निवेदयामि त्वं दिव्य जननीं।

[You maintain this world as the master guide for the creation
Your form as the cosmic mother has covered with loves the entire creation.
You have maintained the infinite spread of compassion of mother
With your divine presence in all forms, you infuse divinity in all.
You are indeed the true revelation of the supreme God creation.
You are the mother of the divine forms the humans and sub humans.
Be graceful to the creation such that entire world is blessed
I offer my truth consciousness to your lotus feet for the well-being of all.]

Tat aumritasya satya panthanam dharayanam
Devam sada danam Brahmanandam Brahmapadam
Etat pabakam Brahmarupam sada auntaram
Dharayami aurchitam tat aurupa rupam.
Ritam aabritam sada auvipsayam
Karma aabritam parama moksha pradanam
Tat sabayam hrit auntaram
Premam auvipsayam sada aatmani samarpanam. (SPM - 5)

तत् अमृतस्य सत्य पन्थानम् धारयणं देवं सदा दानम् ब्रह्मानन्दं ब्रह्मपदम्
एतत् पावकं ब्रह्मरुपम् सदा अन्तरं धारयामि सर्चितं तत् अरुप-रुपम्
ऋतं आवृतं सदा अभीप्सायां कर्म आवृतं परम् मोक्ष प्रदानम्
तत् सेवायां हृत् अन्तरम् प्रेमं अभीप्सायां सदा आत्मनि समर्पनम्।

[You are the spirit behind maintaining truth in life by the touch of eternity.
You gift always the divine Bliss and the grace of yours for sustenance.
This form of yours in the quest and service for the supreme on earth
With the constant devotion to your formless and existence, I take refuse in.
You have graceful boon to all aspiration for your realization always
You have provided lives with the strength of action for liberation.
I offer my devotion and truth, earned in life with intense love for all.
I offer my love of heart to you for consecrating in surrender.]

Viswesham devanam yat viswapranah

Ausi yat oushadhishu vanashpatishu manabetaram .
Tat Brahma sparsham aabahanam tasya
Tat dadatu mahapranam param bhaswaram augnim.
Datta tat Brahma prajnanam idam
Aatman paramatmam sahachittwam sarvesham.
Satyasya panthanam ritasya panthanam
Dharayami tat paramam Brahmah sanatanam pranamami Ahana. (SPM - 6)
विश्वेषां देवानां यत् विश्वप्राण:असि यत् औषधीषु वनष्पतिषु मानवेतरम्
तत् ब्रह्म स्पर्श आवाहनण् तस्य ते ददतु महाप्राणम् परम भास्वरम् आग्निम्
दत्ता तत् ब्रह्म प्रज्ञानां इदं आत्मम् परमात्मम् साहचित्तम् सर्वेषाम्
सत्यस्य पन्थनं ऋतस्य पन्थानम् धारयामि तत् परमं ब्रह्म सनातनं प्रणमामि अहं।।
[In the cosmic presence of yours you spread the essence of the spirit of all
You uphold the vital energy of the entire range of lives in the creation
I invocate your touch of divinity to all the elements in the world
Praying to you for the graceful potent to have the cosmic presence everywhere
Give us in life the Divine wisdom as your support for eternity emergence.
With your grace, let this life be full of the truth, consciousness of all.
The way of Eternal truth and that in life be spread among all lives
I endow this realization to all cells of existence and have your omnipresence in life always.]

The pathway to realize the spirit of divine is that of Truth. The process of realization is that which works on human consciousness towards building a homogeneous set of values which makes impact on the human system. As such the quest for truth would let a person elevate consciousness towards its attaining the height that would cover the factors of the divine values for human life as against the human values. Deep understanding as it occurs through the process of making mind focused on God alone can help attaining the spirit of realization through gradual understanding and translating that into the habit and character of a human person. As such, the gradual understanding would make the existence acquire faith in God at a scale which is not only that of a kind in it, but attempts to rediscover at each level of living. The process would induce a transformative identity in a person. From an empirical understanding of life, the journey pushes to the eternal identity of the individual. Vedic sages had developed the same way transformative ideas as:

'Ayam me hastoh bhagabanoh'- this hand of mine is that of the Lord of delight, the Supreme. (I understand my touch).

'Ayam me bhagabat tarah'- this form of mine is that of the supreme as revealed on earth. (I realize that being His grace to me.)

'Ayam me viswabhesajah'- This wish of mine being full of grace, offers healing to all in the creation. (As I realize God's wishes.)

'Ayanm shivah avimarshanah'- This form of mine is that of Lord Shiva- the supreme. (As I gain the realization of the supreme.)

Universal Unity, Equality:
Samsamah itah yubasae brishan aughae.
Viswani auryah yah
Idashpadae sama idhyasae
Sa no basunya bharah. (Rig Veda. 10-191-1)

Let us work together to establish equality among all.
The world of humans maintains a unified common basis
The belief has always been to instill the spirit of equality.
Let us all ignite fire within to rise to the level of equality for all.

Sam gachhadhvam sam badadhvam
Sam vo manamsi janatam
Deva bhagam yatha purbae
Samjanana upasatae. *(R.V. 10-191-2)*

Let us all stay forward in the same rhythm.
Let us all utter the same words in the same way
Let us form the unity of minds altogether
Let us develop the unified spirit as it prevails in the world of gods.

Samani mantrah. Samitih samanih.
Samanam manah. Saha chittam esham.
Samanam mantram aubhi mantrayae vah.
Samanena voh habisha juhomi. *(R.V. 10-191-3)*

Let us all initiate the words of promise in us.
Let us attempt to set and create the same spirit of collectiveness.
let us develop attempts to create the same orientation of minds.
Let us all cultivate the same spirit of ideals in memories.
With the same spirit in the practice in our sense let us unite.
Let us construct the set of new spirit in mind together.
Let us aim at the cultivation of the elements of commonness.
Let us establish equality, fraternity and divinity for all humans.

Samani vaha aakutih
Samana hridayani vaha.
Samanam austu voh monoh
Yatha vah susahasatih. *(R.V. 10-191-4)*

Let the spirit of love for all be cultivated in our hearts
Let our hearts vibrate on the same emotions of life
Let us attempt induce the spirit of sameness in minds
Let the individual minds get oriented to the same destiny
With the minds tuned to the same of objectives in lives
Let us cultivate unity among all individuals on earth.
Let the spirit of fraternity spread across everywhere
Let the human aspiration of liberty be the core focus in life of all.

The core factor in human lives on a collective scale be the focus of humans in a way that ordains the spirit of the common elemental spirit of individuals. The sense that can uphold spirit of equality, fraternity and liberty requires identity for internal equality and that of the spirit of broader, larger identity. This regards to expanding to areas of understanding beyond one's own selfish understanding. This can happen in cases of perceived oneness and allowing the mind and soul to work on the same. At the individual scale and that at the collective scale human equality needs to be perceived in the ultimate sense in life.

—::—

সত্যের পথ

প্রাপ্তিস্থান ঃ কোলকাতা ও অন্যত্র।

(1) বেলঘরিয়া 1 No. Platform, কোলকাতা – 56

(2) বেলঘরিয়া 2 No. / 3 No. Platform
কোলকাতা – 56

(3) বারাকপুর রেল স্টেশন টিকিট কাউন্টারের সামনে।

(4) **বিশ্বনাথ চক্রবর্তী,** নৈহাটি রেল স্টেশন
4 No./5 No. Platform

(5) **গীতা সাহিত্য মন্দির**
হালিশহর রেল স্টেশন 2 No. Platform
উঃ ২৪ পরগণা

(6) **বাপ্পা বুক স্টল**
কল্যাণী রেল স্টেশন টিকিট কাউন্টারের সামনে
(কল্যাণী লোকাল যে Platformএ দাঁড়ায়) নদীয়া

(7) **শ্যামল বুক স্টল**
কল্যাণী রেল স্টেশন 1 No. Platform, নদীয়া

(8) **সাধনা বুক স্টল**
বারাসাত রেল স্টেশন 3 No. / 4 No. Platform
উঃ ২৪ পরগণা

(9) ব্যাণ্ডেল রেল স্টেশন Platform, হুগলী

(10) **জৈন বুক স্টল**
শ্রীরামপুর রেল স্টেশন 4 No. Platform, হুগলী

(11) শিয়ালদহ রেল স্টেশন (নর্থ), কোলকাতা

(12) **রতন দে বুক স্টল**
যাদবপুর মোড়, কোলকাতা

(13) **সন্তোষ বুক স্টল**
নাগের বাজার, কোলকাতা

(14) **শ্যামা স্টল**
টালীগঞ্জ মেট্রোর সামনে, কোলকাতা

(15) **তপা চক্রবর্তী,** চিড়িয়ামোড়, কোলকাতা

(16) গোলপার্ক মোড়, কোলকাতা – 29

(17) **বিরাটী রেলওয়ে বুক স্টল**, কোলকাতা

(18) **সর্বোদয় বুক স্টল**
হাওড়া স্টেশন

(19) লেকটাউন থানার নীচে
কোলকাতা – 89

(20) বাগবাজার উদ্বোধন কার্যালয়ের উল্টোদিকে
কোলকাতা – 3

(21) বাগবাজার মায়ের বাড়ীর উল্টোদিকে
কোলকাতা – 3

(22) **বাবু বুক স্টল**
সিঁথির মোড়, কোলকাতা

(23) **দমদম ক্যান্টনমেন্ট বুক স্টল**
কোলকাতা

(24) **কালী বুক স্টল**
শোভাবাজার মেট্রো, কোলকাতা

(25) **সুব্রত পাল**
সল্টলেক পি.এন.বি., ব্লক-বি.এ., কোলকাতা।

(26) **সল্টলেক** 4 No. **ট্যাঙ্ক,** কোলকাতা

(27) **নস্কর বুক স্টল,** AB/AC মার্কেট (সল্টলেক)

(28) **নরেশ সাউ,** বৈশাখী মোড়, কোলকাতা।

(29) **দেবাশিষ মণ্ডল,** জি.ডি. মার্কেট, সল্টলেক

(30) **আশিষ বুক স্টল,** বাগুইআটি মোড়, কোলকাতা

(31) **চ্যাটার্জী বুক স্টল,** বাগুইআটি মোড়, কোলকাতা

(32) **টি দত্ত,** কুমার আশুতোষ (মেন) স্কুলের পাশে

(33) **মন্মথ প্রিন্টিং**
জপুর রোড, দমদম, কোলকাতা-৭০০ ০৭৪

(34) **পণ্ডিত এস. কে. ব্যানার্জী,** বিশিষ্ট পুরোহিত
দেশবন্ধুপাড়া, বৌবাজার, শিলিগুড়ি-৭৩৪ ০০৪
মোবাইল ঃ ৮৯৭২৮০৭৮৫৪, ৯০৬৪৬৩৬১০২

SATYER PATH
1st November 2025
Kartick–1432
Vol. 23. No. 7

REGISTERED KOL RMS/366/2025-2027
Regn. No. WBBEN/2006/18733

Price : Rs. 5/-

দিব্য সাধন ঃ পার্থিব জীবনেই ঈশ্বরলাভ

বেদ, উপনিষদ, ভাগবত, ব্রহ্মসূত্র ও ভাগবত গীতা অবলম্বনে
আলোচনায় ঃ অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্-লাইনে দিব্য জীবন ও সাধনার ক্লাস চলছে ঃ—

রবিবার : ২রা নভেম্বর, ২০২৫ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ
রবিবার : ৯ই নভেম্বর, ২০২৫ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ
রবিবার : ১৬ই নভেম্বর, ২০২৫ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ
রবিবার : ২৩শে নভেম্বর, ২০২৫ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ
রবিবার : ৩০শে নভেম্বর, ২০২৫ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

প্রতি রবিবার বিকাল ৫-৩০ থেকে ৭-০০ পর্যন্ত।

যে কোন ইচ্ছুক ব্যক্তি যোগ দিতে পারেন **Android Phone**-এর অথবা কম্প্যুটারের সাহায্যে।
অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য **Invitation** দরকার।
যদি ইচ্ছা হয় তবে যোগাযোগ করুন ঃ—
শ্রী এস. হাজরা ঃ ৯১৬৩৩৯৩৬৩৩
আপনার **email id,** নাম ও **Phone Number SMS** করে পাঠান।
Website দেখুন ঃ **www.satyerpath.org**

স্থান : ডঃ আর. পি. ব্যানার্জী
ডি. এল-১১/৫, সল্ট লেক সিটি (চতুর্থ তল)
কলকাতা—৭০০ ০৯১
দূরভাষ : ২৩৫৯ ৪১৮৩
(সল্ট লেক করুণাময়ীর নিকট সি. কে. মার্কেটের বিপরীতে)

Printed and Published by Bibudhendra Chatterjee, Printed at Classic Press, 21, Patuatola Lane, Kolkata–9 and Published at Satyer Path, 21, Patuatola Lane, Kolkata–700 009.
Editor : Dr. Ramaprosad Banerjee, DL-11/5, Salt lake City, Kolkata–700 091.